CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-306 ■ 5 August, 2026 ■ আগরতলা ৫ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রশ্নফাঁস সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের বানে অচল সংসদ

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনে বারবার সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগল বিজেপি। মঙ্গলবার দলের মুখপাত্র তথা সাংসদ সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগী দলগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদ অচল করে জনস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আইনপ্রণয়নের কাজ ব্যাহত করছে।

নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে সম্বিত পাত্র বলেন, 'সংসদের প্রতিটি অধিবেশনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। সাংসদরা নিজেদের কেন্দ্রের মানুষের সমস্যা নিয়ে সংসদে আসেন, যাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির কাছ থেকে উত্তর পেয়ে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে দেওয়া হচ্ছে না, বারবার শূন্যকালও ব্যাহত হচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না।'

নীট প্রশ্নফাঁস এবং কর্নাটকে পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি মুখপাত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগও তোলেন।

সম্বিত পাত্রের দাবি, কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গোর পুত্র প্রিয়াঙ্ক খাড়্গোকে ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি নাকি বলেন, 'আগে ছাত্ররা ২৫ দিন অনশন করুক, তারপর লাঠিচার্জ হবে, তার পরে আমরা ইস্তফার কথা ভাবব।' বিজেপির অভিযোগ, এই মন্তব্য নিয়ে রাহুল গান্ধী বা মল্লিকার্জুন খাড়্গো কেউই কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যসভায় ছাত্রদের স্বার্থ নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেও নিজের ছেলের বিতর্কিত মন্তব্যের বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি নীরব থেকেছেন।

ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি)-এর পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়েও কংগ্রেসকে নিশানা করেন সম্বিত পাত্র। তাঁর দাবি, ঝাড়খণ্ডে হাজার হাজার ছাত্র আন্দোলন করলেও কংগ্রেস বিষয়টি নিয়ে নীরব থেকেছে এবং সংসদেও এ নিয়ে কোনও প্রতিবাদ করেনি। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুতে প্রতিবাদ জানায়।

বিরোধীদের বিক্ষোভের কারণে গুরুত্বপূর্ণ আইনপ্রণয়নও আটকে রয়েছে বলে দাবি করে বিজেপি। সম্বিত পাত্র বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬-এ জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধনের সময়সীমা এবং তা না মানলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। কিন্তু বিরোধীদের হট্টগোলের কারণে বিলটি নিয়ে আলোচনা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সোমবার ব্যাঙ্কার্স বুক এভিডেন্স বিল, ২০২৬ সংসদে উত্থাপন করেছেন। কিন্তু সংসদের অচলাবস্থার কারণে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এই গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়েও আলোচনা করা যায়নি।

উল্লেখ্য, এই মন্তব্যগুলি বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত। বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে এই প্রতিবেদনে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজের আহ্বান প্রদেশ বিজেপি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ আগস্ট।। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও জনসংযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মঙ্গলবার দিনভর ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন বিধায়ক তথা বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়। যোগদান সভা, নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনভর দলীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

দিনের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে বিকেল প্রায় ৪টায় দাতারাম বাজার এলাকায় আয়োজিত এক যোগদান সভায় অংশ নেন অভিষেক দেবরায়। দলীয় সূত্রের দাবি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসা ১৬টি পরিবারের মোট ৬৭ জন ভোটার এদিন বিজেপিতে যোগদান

☛৫ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী কৌশল ও সাংগঠনিক আলোচনা, দিল্লি পাড়ি ডা. সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা মঙ্গলবার নয়াদিল্লি সফরে যাচ্ছেন। এই সফরে দলের সাংগঠনিক বিষয়, আসন্ন কর্মসূচি এবং আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৌশল নির্ধারণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

দিল্লি সফর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই নিয়মিত দিল্লি যেতে হয়। সেখানে দলের সাংগঠনিক বিষয়, কর্মশালা এবং বিভিন্ন আসন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনভর দলীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

তিনি বলেন, 'এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই আমাদের নিয়মিত দিল্লি যেতে হয়। সাংগঠনিক বিষয়, কর্মশালা ও অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করাই এই সফরের মূল উদ্দেশ্য।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সফরের নির্দিষ্ট কোনো এজেন্ডা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। দিল্লিতে পৌঁছানোর পর বৈঠকের বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট হবে। তবে তিনি ইঙ্গিত দেন, আসন্ন নির্বাচন এই সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হতে পারে। নির্বাচনের প্রস্তুতি, কৌশল নির্ধারণ এবং সাংগঠনিকভাবে কীভাবে নির্বাচনের মোকাবিলা করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মানিক সাহা বলেন, 'আসন্ন নির্বাচন কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেই কারণেই এই সফর, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়।' উল্লেখ্য, রাজ্যে একাধিক নির্বাচন ও সাংগঠনিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরকে ঘিরে দলের সাংগঠনিক সমন্বয়, নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মদ্যপ অ্যাম্বুলেন্স চালকের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি, দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ আগস্ট ।। মদ্যপ অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার ভোররাতে বিশালগড় থানার অন্তর্গত পরিমল চৌমুহনি এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মারুতি গাড়ি ও একটি মিষ্টির দোকানের সামনে রাখা নতুন শোকেসে ধাক্কা মারে। ঘটনায় উভয়ই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীপঙ্কর দেবনাথের মালিকানাধীন মারুতি গাড়ি এবং চন্দন দেবনাথের নতুন মিষ্টির দোকানের সামনে রাখা শোকেসটি অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, অ্যাম্বুলেন্সের চালক

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বে আগামী ৫ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। আগামী পাঁচ দিনে অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এর জেরে নতুন করে বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং ভূমিধসের আশঙ্কার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

গুয়াহাটির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের (আরএমসি) বিজ্ঞানী সঞ্জয় ও''নিল শ জানান, আগামী দু''দিন মেঘালয়ের কয়েকটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। একই সময়ে অসম ও অরুণাচল প্রদেশেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে প্রথম দিনে বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাত হবে। এরপরের চার দিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। প্রথম দিনে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দিন পর্যন্ত কয়েকটি স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অসমে আগামী দু''দিন বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া তৃতীয় ও পঞ্চম দিনেও রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মেঘালয়ে প্রথম দু''দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও অতি প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে। এরপর পূর্বাভাসের বাকি সময়েও বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া দ্বিতীয় দিন থেকে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরাজুড়েও বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। আগামী পাঁচ দিন এই চার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নাগাল্যান্ডে প্রথম দিনই কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মেঘালয়ে প্রথম দু''দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও অতি প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে। এরপর পূর্বাভাসের বাকি সময়েও বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া দ্বিতীয় দিন থেকে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরাজুড়েও বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। আগামী পাঁচ দিন এই চার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নাগাল্যান্ডে প্রথম দিনই কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

গুয়াহাটিতে আগামী দু''দিন আকাশ সাধারণভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। পরবর্তী তিন দিন শহরে মেঘলা আকাশের সঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর বিশেষ করে নিচু এলাকা ও ভূমিধসপ্রবণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার, সরকারি আবহাওয়া বুলেটিন নিয়মিত অনুসরণ করার এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা রুখতে সুপ্রিমকোর্টের নতুন নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। দেশে ক্রমবর্ধমান 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণা রুখতে মঙ্গলবার একগুচ্ছ নতুন নির্দেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-কে চার সপ্তাহের মধ্যে 'মিউল অ্যাকাউন্ট' (অর্থ পাচার বা সাইবার জালিয়াতিতে ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট) সংক্রান্ত একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সাইবার জালিয়াতির অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রতারিত অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা কার্যকর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি. মোহনা-র বেঞ্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (আই৪সি)-এর চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট নথিভুক্ত করার পর এই নির্দেশ জারি করে। প্রতিবেদনে বিভিন্ন মন্ত্রক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী এবং মধ্যস্থতাকারীদের নেওয়া পদক্ষেপের উল্লেখ ছিল।

আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তঃবিভাগীয় কমিটিকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণার শিকারদের জন্য যৌথ দায়বদ্ধতা ও ক্ষতিপূরণ কাঠামো তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে, চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যকে নিজস্ব স্টেট সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার চালু করা এবং আই৪সি-র সঙ্গে পরামর্শ করে 'ই-জিরো এফআইআর' ব্যবস্থা কার্যকর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, আরবিআইকে চার সপ্তাহের মধ্যে অর্থ পাচার ও সাইবার জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত মিউল অ্যাকাউন্ট মোকাবিলায় একটি এসওপি তৈরি করে তা প্রচার করতে হবে। পাশাপাশি, চূড়ান্ত এসওপি-র একটি কপি দেশের প্রতিটি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছেও পাঠাতে হবে।

এছাড়া, প্রতিটি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সাইবার জালিয়াতির মামলায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারকারী আদালত ও কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিদ্যমান ব্যবস্থার বিষয়ে অবহিত করতে। তবে আদালত স্পষ্ট করেছে, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সাংবিধানিক বা আইনি প্রতিকারের পথ খোলা থাকবে।

সাইবার জালিয়াতির কারণে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়া

☛৫ এর পাতায় দেখুন

অস্মিতাকে সংবর্ধনা সাংসদ বিপ্লব দেবের

তরুণ প্রজন্মের কাছে উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগষ্ট ।। কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় ভারতের প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী মহিলা ক্রীড়াবিদ এবং ত্রিপুরার কৃতি কন্যা অস্মিতা দে-কে মঙ্গলবার দিল্লিতে নিজের সরকারি বাসভবনে সংবর্ধনা জানালেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এ সময় তিনি অস্মিতাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, অস্মিতা দে-র এই ঐতিহাসিক সাফল্যে গর্বিত সমগ্র দেশ এবং গর্বিত ত্রিপুরা। অদম্য নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও অবিচল সংকল্পের মাধ্যমে তিনি সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে যে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তা দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদে অস্মিতা আগামী দিনেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মুখ আরও উজ্জ্বল করবেনএই প্রত্যাশাই সকলের। উল্লেখ্য, কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরার কন্যা অস্মিতা দে। তাঁর এই সাফল্য রাজ্য তথা দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

নিয়মিত হবে টেট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা সরকার নিয়মিতভাবে টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) আয়োজন অব্যাহত রাখবে। তবে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে রাজ্যের শূন্যপদের সংখ্যা এবং সরকারের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে ধাপে ধাপে। মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

শিক্ষক নিয়োগ এবং এ-সংক্রান্ত চলমান আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। তবে অতীতেও সরকার একাধিকবার শিক্ষক নিয়োগ করেছে। তিনি স্পষ্ট করে জানান, টেট কেবলমাত্র একটি যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষা, এটি কোনো নিয়োগ পরীক্ষা নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা আদালতে বিচারাধীন। তা সত্ত্বেও অতীতে সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। টেট শুধুমাত্র যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষা, এটি চাকরির নিশ্চয়তা দেয় না।''

টেট পরীক্ষার নিয়মিত আয়োজন নিয়ে ওঠা প্রশ্নও উড়িয়ে দেন তিনি। তাঁর দাবি, প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে টেট অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, ''টেট আয়োজন নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আমরা প্রতি বছরই এই পরীক্ষা পরিচালনা করছি এবং আগামী দিনেও নিয়মিতভাবে তা চালিয়ে যাব।''

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, টেট অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপরই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই শূন্যপদ, প্রয়োজন এবং সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

নেশাকারবারীকে পুলিশে দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ আগস্ট।। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ের রঘুনাথপুর নিচের বাজার এলাকায় সবজি ব্যবসার আড়ালে ব্রাউন সুগারের কারবার চলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিকেলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রঘুনাথপুর নিচের বাজার এলাকায় একটি সবজি ব্যবসাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ মাদক ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছিল। তাঁদের দাবি, এর ফলে এলাকার বহু যুবক মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং সামাজিক পরিবেশেরও অবনতি ঘটছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও কার্যকর পরিবর্তন দেখা যায়নি বলেও অভিযোগ করেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার বিকেলে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে স্থানীয়রা দুই যুবককে আটক করেন। তাঁদের দাবি, পরে ওই দুই যুবকের কাছ থেকে সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্য জব্দ করে।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো ও সম্মান জানানো প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগষ্ট ।। কৃষকদের উৎসাহিত করতে মোহনপুরের গজারিয়া গ্রামে আয়োজিত ধান রোপণ কর্মসূচিতে মঙ্গলবার অংশ নিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ধানক্ষেতে নেমে কৃষকদের সঙ্গে ধান রোপণ করেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, উন্নতমানের বীজ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধান চাষ করলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব। এর মাধ্যমে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হবেন এবং কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আসবে।

রতন লাল নাথ বলেন, কৃষকরাই দেশের প্রকৃত অন্নদাতা। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই মানুষের খাদ্যের জোগান নিশ্চিত হয়। তাই কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের পরিশ্রমকে যথাযথ সম্মান জানানো সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব।

কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ''মাটির গন্ধ, কাদা মাখা পা আর কৃষকের মুখের অকৃত্রিম হাসিএই অভিজ্ঞতা সত্যিই অনন্য। কৃষকদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'' এই ধান রোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে আরও উৎসাহিত করার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষির উন্নয়নের বার্তাও তুলে ধরা হয়।

রাজ্যে অনুষ্ঠিত কের পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগষ্ট ।। ত্রিপুরায় আজ ঐতিহ্যবাহী কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে প্রথা মেনে জনজাতি-দের এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কের পূজা উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার রাজবংশের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো কের পূজা। শ্রাবন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে সাত দিনের খারচি পূজা ১৪ দেবতার মন্দিরে শেষ হওয়ার পরের সাত দিনের মাথায় শুরু হয় কের পূজা। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর পূজায় যে সব আচার-উপাচার দেখা যায়, তা কের পূজায় দেখা যায় না। প্রথমত, উপাস্য দেব-দেবীর কোনরকম মূর্তি নেই এই পূজায়। এর আচার-অনুষ্ঠান সত্যই অনুপম। আদিভৌতিক শক্তির ভয় থেকে রক্ষা পেতে এই পূজা করা হয় এবং আচার-অনুষ্ঠানের পুরোহিত এবং যার নির্দেশে এই পূজা সম্পাদিত হয় তার নাম চন্তাই। কের পূজায় কঠোরভাবে নিয়ম কানুন মানা হয়। ওই নিয়ম চন্তাই যেমন নিখুঁত ভাবে মানেন, তেমনি এই নিয়ম পালনে জন ঘোষণাও দেওয়া হয়। এটাও তাঁদের পরম্পরাগত রীতি। বলা হয়ে থাকে, যে এই নিয়ম ভঙ্গ করবেন তাঁকে দৈব শক্তির কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে।

কের ও খারচি, উভয় পূজাই রাজ-পরিবরের ও ত্রিপুরার উপজাতিদের পূজা। কিন্তু, ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতেই উভয় পূজার পৃষ্ঠপোষক ত্রিপুরা সরকার স্বয়ং। দুটো পূজার ক্ষেত্রেই সরকারী পুলিশ পূজার পবিত্রতা রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

তবে, কের পূজাকে ঘিরে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞামূলক সংস্কারও রয়েছে। এই পূজার দিনগুলিতে সমাজের প্রধান হয়ে উঠেন চন্তাই। কের পূজার

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 05-08-2026, 00:55

জাগরণ
আগরতলা ৫ আগস্ট, ২০২৬ ইং
১৯ শ্রাবণ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

হাসিনা ইস্যুতে ঢাকাকে জবাব দিল ভারত

শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা বক্তব্যের সঙ্গে ভারত সরকার কোনোভাবে যুক্ত নয়এই বার্তা দিয়া দিল্লি আনুষ্ঠানিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখিতেছে। বাংলাদেশের প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়/অবস্থানে থাকা অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা প্রকাশ্যে যে ধরনের মন্তব্য করিতেছেন, তাহা ভারতের সরকার বা পররাষ্ট্রনীতির বার্তা নয় বলিয়া নয়াদিল্লি স্পষ্ট করিতে চাইছে।বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত সরাসরি হস্তক্ষেপ করিতেছেএমন অভিযোগ এড়ানোই ভারতের মূল উদ্দেশ্য।ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বারবার উল্লেখ করিয়াছে যে শেখ হাসিনা মানবিক কারণে ভারতে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাহার কোনো রাজনৈতিক বিবৃতি ভারতের নিজস্ব অবস্থান নির্দেশ করে না।ঢাকা ও দিল্লির মধ্যকার কূটনৈতিক যোগাযোগ স্বাভাবিক রাখা এবং ভারতবিরোধী মনোভাব কমানোর কৌশল হিসাবেই দিল্লি এ ধরনের দূরত্ব বজায় রাখিবার নীতি গ্রহণ করে।শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ইস্যুতে ভারতের বর্তমান সতর্ক অবস্থান দুই দেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে কিছু ক্ষেত্রে টানাপোড়েন সৃষ্টি করিলেও, তাহা বড় ধরনের চিরস্থায়ী ব্যাঘাত ঘটাইবে না। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে জানাইয়াছে যে, বাংলাদেশের পাঠানো এই হস্তান্তরের আবেদনটি 'আইনি ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার অধীনে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।' তবে এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে প্রভাবগুলো ফেলিতে পারে সেগুলো হইল বাংলাদেশের সরকার শেখ হাসিনাকে ফেরত পাইতে চাপ দিলেও, ভারত যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় বা আইনি কোনো ফাঁকফোকর দেখাইয়া তাহাকে হস্তান্তরে অনীহা প্রকাশ করে, তবে তাহা দু''দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে সাময়িক টানাপোড়েন বা অবিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারে।বাংলাদেশে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরিয়া রাজনৈতিক পর্যায়ে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা সমালোচনা দেখা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি সরবরাহ, ট্রানজিট সুবিধা এবং ভৌগোলিক নিরাপত্তার প্রশ্নে উভয় দেশই পরস্পরের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। কোনো পক্ষই সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করিতে চাইবে না।২০১৩ সালের ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো অভিযোগকে 'রাজনৈতিক প্রকৃতির' মনে করিলে কিংবা অভিযুক্তের যথাযথ ন্যায়বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, যেকোনো দেশ হস্তান্তরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবার আইনি অধিকার রাখে। ভারত এই অনুচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করিয়া পদক্ষেপ নিতে পারে।ভারতের পার্লামেন্টারি কমিটির মত অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে মানবিক কারণে বা জীবনশঙ্কায় আশ্রয় দেওয়া ভারতের দীর্ঘদিনের নীতির অংশ, যাহা কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়।দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক টিকাইয়ায রাখিতে উভয় দেশই বাণিজ্য, সীমান্ত রক্ষা ও চিকিৎসা ভিসার মতো বাস্তবসম্মত ক্ষেত্রগুলোতে কাজ অব্যাহত রাখিতেছে, যাহাতে এই ইস্যুটি পুরো পারস্পরিক সম্পর্কে ক্ষতিকারক রূপ না নেয়।

বুধবার দুপুরে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়ার আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চে থাকিবেন হাসিনা। বাংলাদেশে ফেরা থেকে শুরু করিয়া একাধিক ইস্যুতে বক্তব্যও রাখিবেন তিনি।

দু'বছর ধরিয়া ভারতে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। বুধবার প্রথমবার জনসমক্ষে আসিতে চলিয়াছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই বিষয়টিতে ভারত সরকারের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা নাই। মঙ্গলবার একথা জানাইয়া দেওয়া হইল বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। কার্যত হাসিনার সঙ্গে কৌশলী দূরত্ব তৈরি করা হইল।২০২৪ সালে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশ ছাড়িয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হন হাসিনা। প্রাণের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করিয়া গোপন আশ্রয়ে রাখা হয় পড়শি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। জানা গিয়াছে, বুধবার দুপুরে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়ার আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চে থাকিবেন হাসিনা। বাংলাদেশে ফেরা থেকে শুরু করিয়া একাধিক ইস্যুতে বক্তব্যও রাখিবেন তিনি।

সোমবার এই বিষয়ে দিল্লির কাছে ব্যাখ্যা চায় ঢাকা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বলেন, ভারতের ভূখণ্ডে হাসিনার পরিকল্পিত জনসমাবেশ বা গণ-সংযোগ কর্মসূচি দু'পক্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে যে ইতিবাচক গতিধারা তৈরি করিয়াছিল, তাহা ব্যাহত করিতে পারে।মঙ্গলবার কার্যত ঢাকাকে জবাব দিল ভারত। এদিন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মন্তব্য করেন, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে হাসিনার "যে আলাপচারিতার কথা বলা হইতেছে, তাহা একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থা আয়োজন করিয়াছে। এতে সরকারের বিন্দুমাত্র সম্পৃক্ততা নাই। এই ফোরামে প্রকাশিত কোনও মতামতকে সরকার সমর্থন করে না।"

প্রয়াত ত্রিপুরা ও বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল পদ্মশ্রী ড. ডি ওয়াই পাতিল, শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৪ আগস্ট: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, ত্রিপুরা ও বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ড. ডি. ওয়াই. পাতিল প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে বলেন, ড. পাতিল ছিলেন দেশের অন্যতম প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাতা ও জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর অসামান্য অবদান তাঁকে দেশজুড়ে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র আজও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ত্রিপুরা ও বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা, জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্য প্রশংসিত হন। তাঁর প্রয়াণে শিক্ষা, সমাজসেবা ও জনজীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান ঘটল। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

শতবর্ষের আলোয় ছাত্র ও শিক্ষক:: রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথ এবং অনুভূতির অলিখিত রুপরেখা

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

চলতি বছর প্রমথনাথ বিশীর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একাধারে তীক্ষ্ণ মেধাবী সমালোচক; প্রথাবিরোধী ঔপন্যাসিক; রসরচনাকার এবং প্রাবন্ধিক। কিন্তু এসব পরিচয়ের উর্ধ্বে প্রমথনাথের জীবনের সবথেকে বড় এবং গভীরতম অধ্যায়টি জড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রমথ' বা 'প্যালা' যিনি ১৯১০ সালে মাত্র নয় বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেছিলেন এবং টানা ১৭ বছর সেখানে গুরুদেবের ছায়াসঙ্গী হয়ে কাটিয়েছিলেন। রবীন্দ্র- গবেষণায় প্রমথনাথের 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বা 'রবীন্দ্র -কাব্যপ্রবাহ' আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। তবে আনুষ্ঠানিক স্মৃতিকথার বাইরে; তাঁদের প্রাত্যহিক সম্পর্ক এবং চিঠিপত্রের অলিন্দে এমন কিছু অজানা এবং সূক্ষ্ম মাত্রা রয়ে গেছে; যা রবীন্দ্রনাথ নামক পরমবৃক্ষটির নিচে প্রমথনাথের স্বকীয় আত্মপ্রকাশের মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলে। শান্তিনিকেতনের প্রাথমিক দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসা যে কোনো কিশোরের জন্যই ছিল কিছুটা সংকোচের। কিন্তু প্রমথনাথের ক্ষেত্রে এই ভয় ভাঙার কাজটা রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন অতি সূক্ষ্ম রসিকতায়। শান্তিনিকেতনে ছোট প্রমথনাথ ছিলেন বেশ দুরন্ত। একদিন আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়িয়ে ডাল ভেঙে ফল পাড়তে গিয়ে ধরা পড়ে যান প্রমথনাথ। শাস্তি পাওয়ার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা বালকটিকে দেখে রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে বলেছিলেন; "গাছের ডাল ভাঙ্গা অন্যায়; কিন্তু ফলের স্বাদ না জেনে সাহিত্য রচনা করা আরও বড় অন্যায়।"

এই একটি বাক্যেই গুরু এবং শিষ্যের মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক দূরত্বের দেয়ালটি ভেঙে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে শুধু শিষ্য করেননি; করেছিলেন মননের সখা। পরবর্তীতে প্রমথনাথ লিখেছেন; "গুরুদেবকে দূর থেকে দেখলে মনে হতো হিমালয়; কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যেত সেই হিমালয় থেকেই ঝর্ণাধারা নেমে আসছে; যা সবাইকে ভিজিয়ে দেয়।" প্রমথনাথের নাম ও পদবী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রসিকতার অন্ত ছিল না। প্রমথনাথের পারিবারিক পদবী 'বিশী' (প্রকৃতপক্ষে চৌধুরী বিশী)। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই তাঁকে নিয়ে শব্দক্রীড়া করতেন। একবার প্রমথনাথ কোনো একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খানিকটা তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে মন্তব্য করেছিলেন; "তোমাদের বংশের নামের মধ্যেই তো বিশী অর্থাৎ বিষ রয়েছে; তাই কথায় সামান্য দংশন না থাকলে চলবে কেন?"

এই দংশন বা তীক্ষ্ণতাই পরবর্তীতে প্রমথনাথ বিশীর ব্যঙ্গসাহিত্য এবং 'কমলকানন' বা 'ব্রহ্মা লেখ' মতো তীব্র কটাক্ষপূর্ণ রচনায় ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ শিষ্যকে বারণ করেননি; বরং তাঁর এই প্রখর এবং প্রথাবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ধারটিকে লালন করেছিলেন। প্রমথনাথের ব্যঙ্গ রসের অন্তরালে যে সমাজ ভাবনা ছিল; তার আসল মূলটি লুকিয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্রয়েই।

রবীন্দ্র -যুগে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো সৃষ্টির সমালোচনা করা বা তাঁর সামনে নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ ছিল। কিন্তু প্রমথনাথ ছিলেন সেই বিরল ব্যতিক্রমীদের একজন; যাকে রবীন্দ্রনাথ নিজে সাহিত্যের স্বাধীন সমালোচক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। "গুরুদেব; আপনার এই কবিতাটি বুঝতে সাধারণ পাঠকের কষ্ট হবে।" একবার রবীন্দ্রনাথের একটি নতুন কবিতা শুনে তরুণ প্রমথনাথ সোজাসুজি এই মন্তব্য করে বসে ছিলেন। আশ্রমে উপস্থিত অন্য জ্যেষ্ঠরা যখন প্রমথনাথের এই স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত; রবীন্দ্রনাথ তখন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন; "পাঠকের কষ্ট হওয়াটাই তো ভালো প্রমথ; সহজে পেয়ে গেলে কবিতার মর্যাদা থাকে কোথায়?"

রবীন্দ্রনাথ জানতেন; প্রমথনাথ অন্ধ ভক্ত নন তিনি একজন বস্তুনিষ্ঠ পাঠক। সেই কারণেই নিজের বহু পাণ্ডুলিপি তিনি প্রমথনাথকে পড়ে শোনাতেন এবং মতামত চাইতেন। ১৯৩০- এর দশকে প্রমথনাথ যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কালানুক্রমিক এবং ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ শুরু করেন; তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন; "তুমি আমাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করছ; যেন আমি কোনো প্রাচীন মিউজিয়ামের নমুনা! তবে তোমার বিশ্লেষণ ভুল নয়।" একজন পরম গুরুর কাছ থেকে শিষ্যের এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কি-ই বা হতে পারে!

প্রমথনাথের চোখে রবীন্দ্রনাথ: ১ শিক্ষক অপেক্ষা পরম মেন্টর ও সখা ২. অন্ধ আনুগত্যের বদলে গঠনমূলক সমালোচনার প্রেরণা ৩. শান্তিনিকেতনের মাটির সঙ্গে মননের মেলবন্ধন।

প্রমথনাথ যখন শান্তিনিকেতন ছাড়েন; ততদিনে আশ্রমে বিশ্বভারতীর বিশ্বজনীন রূপ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। কিন্তু বালক প্রমথনাথের মনে রয়ে গিয়েছিল সেই পুরনো; নিভৃত শান্তিনিকেতনের স্মৃতি। প্রমথনাথ লক্ষ্য করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কাজে যতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; ততই যেন একাকী হয়ে উঠছেন। এক সন্ধ্যায় বিশ্বভারতী প্রশাসনিক চাপ ও আর্থিক দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথকে দেখে প্রমথনাথ নীরব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন প্রমথনাথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন; "প্যালা, তোদের সেই ছোট শান্তিনিকেতনকে আমি বড় করতে গিয়ে যেন নিজের শান্তিনিকেতনকেই হারিয়ে ফেললাম।" গুরু ও শিষ্যের মধ্যকার এই নীরব অনুভূতির আদান-প্রদান প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের নথিতে পাওয়া যায় না। এটি ছিল দুই মননের এক গোপন বিষাদ---প্রমথনাথ বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই ট্র্যাজেডি; যা বাইরে থেকে রূপায়িত হচ্ছিল এক মহীরূহ প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্নে।

প্রমথনাথ বিশী সারাজীবন রবীন্দ্র -প্রভাবমুক্ত সাহিত্য রচনার চেষ্টা করে গেছেন; অথচ তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে ছিল রবীন্দ্র- ভাবনা। এটি কোনো অন্ধ অনুকরণ ছিল না; ছিল আত্মস্থ করার এক গভীর প্রক্রিয়া। ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে প্রমথনাথ বিশীকে স্মরণ করার অর্থ কেবল একজন সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানানো নয়; বরং গুরু -শিষ্যের সেই অনন্য ঐতিহ্যকে পুনর্মূল্যায়ন করা; যেখানে গুরু শিষ্যের স্বতন্ত্রতাকে দমন করেন না; বরং তাকে প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করেন।

আজকের ব্যক্তিসর্বস্ব ও সোশ্যাল-মিডিয়া চালিত সাহিত্যচর্চার যুগে প্রমথনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের এই অজানাও সূক্ষ্ম দিকগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁদের সম্পর্ক প্রমাণ করে যে; অন্ধ ভক্তি নয়; সত্যকার শ্রদ্ধা জন্ম নেয় যুক্তি; বাকস্বাধীনতা এবং গভীর ভালোবাসার পারস্পরিক সমীকরণে। প্রমথনাথ বিশী আজীবন রবীন্দ্রনাথের আলোতেই উদ্ভাসিত ছিলেন; কিন্তু সেই আলোয় তিনি নিজের ছায়াকে হারিয়ে যেতে দেননি আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আসল সার্থকতা।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

তেল, দুধ, চিনি থেকে কতটা মাইক্রোপ্লাস্টিক শরীরে ঢুকছে?

সজল দাস

টুথপেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা থাকার বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই বাংলাদেশে এ নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। এবার দুধ, চিনি ও সয়াবিন তেলেও অধিক মাত্রায় এই উপাদানের উপস্থিতি পেয়েছেন গবেষকরা।

নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় থাকা পণ্যেও অধিক মাত্রায় মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকার বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

এসব গবেষণা তথ্য সামনে আসার পর, মাইক্রোপ্লাস্টিক শরীরে গেলে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে? একজন মানুষ নিয়মিত কী পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করছেন, প্রতিকারের উপায় কী- এমন নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন অনেকেই।

গবেষকরা বলছেন, কেবল সয়াবিন তেলের মাধ্যমেই একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন গড়ে ১৭ দশমিক ৬৫টি এবং বছরে প্রায় ৬ হাজার ৪৪১টি প্লাস্টিক কণা বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে গ্রহণ করছেন।

শিশুদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরও খারাপ বলেই মত গবেষকদের। তারা বলছেন, একজন শিশু প্রতিদিন গড়ে ৭৭ দশমিক ২১টি অর্থাৎ বছরে প্রায় ২৮ হাজার ১৮০টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা গ্রহণ করছে। খাবারে মাইক্রোপ্লাস্টিক আসার তিনটি পথ নির্ধারণ করেছেন গবেষকরা। তারা বলছেন, প্লাস্টিকের বোতল, প্যাকেট এবং বস্তা থেকে ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা খাবারে অধিক হারে মিশছে। এছাড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় কারখানার মেশিন, পাইপ, কনভেয়ার বেল্ট ক্ষয়ে গিয়েও কণা তৈরি হচ্ছে। আর পরিবেশ দূষণের কারণে প্লাস্টিক বর্জ্য ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিক হয়ে পানি, মাটি ও বাতাসে মিশছে।

গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় আট হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, যার অর্ধেকের বেশিই সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা হয় না। সেই বর্জ্য ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিক হয়ে খাদ্যচক্রে ঢুকছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিভিন্ন পণ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকা এবং সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয়টি দেশি-বিদেশি নানা গবেষণায় উঠে আসলেও, কতটুকু মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণের ফলে শরীরের কোন অঙ্গে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, এর বিস্তারিত গবেষণা এখনও হয়নি। তবে ১৩০ মাইক্রোমিটারের চেয়ে ছোট কণাগুলো সরাসরি রক্তেও মিশে যেতে পারে বলে মনে করেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। যার ফলে পরিপাকতন্ত্রের জটিলতা, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, প্রদাহ ও কোষের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হতে পারে বলে মত তাদের।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি বা ইউএনইপি- এর বাস্তুতন্ত্র বিভাগের পরিচালক সুসান গার্ডনার বলছেন, পণ্যগুলোকে এমনভাবে নতুন করে ডিজাইন করা, যাতে সেগুলোতে প্লাস্টিকের পরিমাণ ও প্লাস্টিক ফাইবার কম থাকে এবং ব্যবহারের শেষে তা পরিবেশে নির্গত না হয়। বিভিন্ন পণ্য পরিবহন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধের পরামর্শও দিচ্ছেন তিনি।

দুধ, চিনি ও তেলেও মাইক্রোপ্লাস্টিক

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত টুথপেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। যেখানে ১৯টি ব্রান্ডের ৩৪টি নমুনার মধ্যে ২৬টিতেই মিলেছে প্লাস্টিক কণা। এমনকি শিশুদের জন্য তৈরি ছয়টি টুথপেস্টের মধ্যে চারটিতেই পাওয়া গেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক।

এই তথ্য পাওয়ার পর অনেকেই বেশ নড়েচড়ে বসেছেন। সামাজিক মাধ্যম কিংবা গণমাধ্যমেও এ নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।

এমন প্রেক্ষাপটেই এবার দুধ, চিনি এবং সয়াবিন তেলের মধ্যেও প্লাস্টিক কণা পাওয়ার দাবি করেছেন গবেষকরা। পৃথক তিনটি গবেষণায় উঠে এসেছে এসব তথ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাঁচা দুধ ও সুপারশপের প্রক্রিয়াজাতকরণ দুধ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছেন, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক মো. ওমর ফারুক এর নেতৃত্বে একটি গবেষক দল।

গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০ মিলিলিটার প্রসেসড দুধে গড়ে ১৫৬ দশমিক ০৬টি এবং কাঁচা দুধে গড়ে ৯৩ দশমিক ৩৯টি কণা পাওয়া গেছে। অধ্যাপক মো. ওমর ফারুক বলছেন, খামার থেকে দুধ সংগ্রহের পর প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামের পাইপে পরিবহন, কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণ, কর্মীদের প্লাস্টিকের গ্লাভস এবং সবশেষে প্লাস্টিকের বোতল বা প্যাকেটে সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপেই প্লাস্টিকের সংস্পর্শে আসছে দুধ। গবেষণাগারে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখা যায়, প্রাপ্ত কণাগুলোর অধিকাংশ ছিল স্বচ্ছ এবং আঁশের মতো তন্তু আকৃতির। দুধে শনাক্ত হয়েছে পিটিএফই বা টেফলন, পিইটি, নাইলন-৬, পিভিসহ একাধিক ক্ষতিকর পলিমার।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ৪ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের খাদ্যে দুধের নির্ভরতা বেশি। ফলে তাদের দেহে এই প্লাস্টিক কণা প্রবেশের হারও সর্বাধিক।

অন্যদিকে, জার্নাল অব ফুড কম্পোজিশন এন্ড অ্যানালিসিস নামের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় ঢাকার বিভিন্ন খুচরা বাজার থেকে সংগ্রহ করা খোলা এবং প্যাকেটজাত সাত ধরনের চিনি পরীক্ষা করেছেন একদল গবেষক।

যেখানে, ব্রান্ডেড চিনির প্রতি কেজিতে গড়ে কমবেশি ৩২২টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা এবং খোলা চিনিতে প্রতি কেজিতে গড়ে প্রায় ৪০৩টি কণা পাওয়া গেছে। গবেষকরা বলছেন, পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে পার্থক্য খুব বেশি না হলেও খোলা চিনিতে দূষণ তুলনামূলক বেশি। শনাক্ত হওয়া কণাগুলোর আকার ১২ মাইক্রোমিটার থেকে তিন দশমিক ১৯ মিলিমিটার পর্যন্ত। প্লাস্টিকের বস্তা, প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি, পরিবহন ও সংরক্ষণের সময় পরিবেশ থেকে ছড়িয়ে পড়া প্লাস্টিকই এর মূল উৎস বলে মত গবেষকদের। সয়াবিন তেল পরীক্ষায় উঠে এসেছে আরও ভয়াবহ তথ্য। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের যৌথ গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি জার্নাল অব ফুড কম্পোজিশন এন্ড অ্যানালিসিস জার্নাল -এ প্রকাশ হয়েছে। গবেষকরা ঢাকার তেজগাঁও, উত্তরা ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সুপারশপ ও খোলা বাজার থেকে ৬০টি সয়াবিন তেলের নমুনা সংগ্রহ করেন। যেখানে, খোলা সয়াবিন তেলে প্রতি লিটারে গড়ে প্রায় ৪৫ হাজার থেকে ৭০ হাজার এবং বোতলজাত তেলে প্রতি লিটারে গড়ে প্রায় ৪৪ হাজার থেকে ৫৪ হাজারটি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও গবেষণা দলের প্রধান ড. শফি মুহাম্মদ তারেক বলছেন, শিল্পকারখানার আধিক্য, টেক্সটাইল ও প্লাস্টিক কারখানার কাছাকাছি অবস্থান এবং খোলা তেল সংরক্ষণে পাত্রের বারবার ব্যবহারের কারণে এমনটা হচ্ছে। 'মাইক্রোপ্লাস্টিকের যে মাত্রা পাওয়া গেছে সেটি ভয়াবহ। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এ নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন এবং কীভাবে এটি কমানো যায় তাও ভাবা দরকার,' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

মাইক্রোপ্লাস্টিক কী?

মাইক্রোপ্লাস্টিক হলো প্লাস্টিকের এমন যে-কোনো কণা, যার প্রস্থ এক ন্যানোমিটার থেকে পাঁচ মিলিমিটারের মধ্যে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি বা ইউএনইপি- এর বাস্তুতন্ত্র বিভাগের পরিচালক সুসান গার্ডনার এর মতে, এর দুটি প্রধান উৎস রয়েছে। কিছু প্লাস্টিক ছোট করে তৈরি করা হয়- যেগুলো প্রাইমারি মাইক্রোপ্লাস্টিক নামে পরিচিত, যেটি ফেস ওয়াশ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত পরিচর্যার পণ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে যোগ করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ মাইক্রোপ্লাস্টিক আসে বড়ো আকারের প্লাস্টিক পণ্য পচনের ফলে, যার মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিকের মোড়ক, টেকঅ্যাওয়ে কন্টেইনার, পলিয়েস্টারের পোশাক, টায়ার, রঙ এবং কৃত্রিম ঘাস। এগুলো সেকেন্ডারি মাইক্রোপ্লাস্টিক নামে পরিচিত। ইউএনইপি এর তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে কেবল ২০২০ সালেই প্রায় ২৭ লক্ষ টন মাইক্রোপ্লাস্টিক পরিবেশে মিশেছিল। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৪০ সালের মধ্যে এই পরিমাণ দ্বিগুণ হতে পারে।

ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের পণ্য- যেমন পানির বোতল ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হতে পারে। পলিয়েস্টারের মতো সিন্থেটিক কাপড় ধোয়ার সময়ও মাইক্রোপ্লাস্টিকের আঁশ ঝরে পড়তে পারে। এছাড়া, মানুষ যখন এই কণা মিশ্রিত পণ্য ব্যবহার করে, তখনও মাইক্রোপ্লাস্টিক পরিবেশে নির্গত হয়। জল, মাটি এবং বাতাসেও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যায় বলে দাবি ইউএনইপি এর। ২০১৯ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাদের অবস্থান এবং কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে বছরে গড়ে ৩৯ হাজার থেকে ৫২ হাজার পর্যন্ত মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা গ্রহণ করতে পারেন। স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব কতটা? অতি মাত্রায় প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের এই যুগে এর দূষণের মাত্রাও অত্যাধিক। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গবেষণায় খাদ্যপণ্যে এমনকি বাতাসেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পেয়েছেন গবেষকরা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাইক্রোপ্লাস্টিক শরীরে প্রবেশ করলে এর প্রভাব তাৎক্ষণিক নয়।

২০২৪ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, পৃথিবীতে ১৯৯০ সাল থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়িয়ে পড়ার পরিমাণ ছয়গুণ বেড়েছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু অংশসহ বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে। কিন্তু এগুলো মানবদেহে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা খুঁজে বের করা বেশ কঠিন বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে, এ নিয়ে একটি গবেষণা করেছিলেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের গবেষক স্টেফানি রাইট।

এই গবেষক বলছেন, প্লাস্টিকের সীলযুক্ত টি-ব্যাগ গরম জলে ডোবানো কিংবা প্লাস্টিকের পাত্রে তরল পদার্থ মাইক্রোওয়েভে গরম করা- এমন নানা প্রক্রিয়ায় প্রতিদিনই মাইক্রোপ্লাস্টিক মানবদেহে প্রবেশ করছে।

'আমরা জানি যে প্লাস্টিক গ্রহণের ক্ষেত্রে হিটিং এবং গরম জল সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি, এবং এটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের জিনিসপত্র থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক নির্গমনকে ত্বরান্বিত করতে পারে,' বলেন স্টেফানি রাইট।

তার অনুমান, যে ধরনের মাইক্রোপ্লাস্টিক রক্তপ্রবাহে পৌঁছায়, সেগুলো হলো ক্ষুদ্রতর কণা। কিন্তু প্রাণী এবং টেস্ট টিউবের উপর বিভিন্ন গবেষণা সত্ত্বেও, 'মাইক্রোপ্লাস্টিকের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা একজন সাধারণ সুস্থ ব্যক্তিকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রায় কোনো তথ্যই নেই।' ২০২৪ সালের শেষের দিকে, চীনের একজন গবেষক কনুই, কোমর বা কাঁধের জয়েন্ট প্রতিস্থাপন সার্জারি করানো একদল রোগীর হাড় এবং কঙ্কাল পেশির নমুনার মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক আবিষ্কার করেন। ওই বছরের শুরুর দিকে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণাপত্রে, ইতালির একদল গবেষক প্রাথমিক পর্যায়ের হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্যারোটিড ধমনীতে (মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী একজোড়া প্রধান নালি) মাইক্রোপ্লাস্টিক শনাক্ত করেন। এরপর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, বিজ্ঞানীদের আরেকটি দল মানবদেহের মস্তিষ্কেও মাইক্রোপ্লাস্টিক শনাক্ত করেছিলেন। এই গবেষণার নেতৃত্বদানকারী নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাথিউ ক্যাম্পেন বলেন, যাদের মৃত্যুর আগে ডিমেনশিয়া ধরা পড়েছিল, তাদের মস্তিষ্কে, এই রোগে আক্রান্ত নন, এমন ব্যক্তিদের তুলনায় ১০ গুণ বেশি প্লাস্টিক পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়ার পর এ নিয়ে সরকার এবং মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, এমন প্রশ্নও উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ে আতঙ্কিত না হতে এবং গুজবে কান না দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি বলছে, পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ও আইনগত যাচাই ছাড়া কোনো ব্রান্ড বা পণ্যকে অনিরাপদ বলা সঠিক হবে না।

টুথপেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতির বিষয়ে ইতোমধ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গবেষণার পূর্ণাঙ্গ তথ্য, পরীক্ষাপদ্ধতিসহ নানা তথ্য চাওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে বিএসটিআই। এছাড়া উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের কাছ থেকেও কাঁচামাল, পণ্যের উপাদানসহ নানা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টুথপেস্টে অনিচ্ছাকৃতভাবে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিকের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য সীমা এখনও নির্ধারণ করেনি বলেও দাবি প্রতিষ্ঠানটির। তারা বলছে, শুধু কণা পাওয়া গেলেই যে কোনো প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করে ব্যবহার করেছে এটি বলার সুযোগ নেই। বিএসটিআই বলছে, কোনো পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে বাজার ও কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে।

যদি কোনো পণ্য বাংলাদেশে মান পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

এ নিয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানও। তিনি বলছেন, বিষয়টিকে শুধু একটি পণ্যের সমস্যা হিসেবে নয়, বরং বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচনা করছে সরকার।'সরকার এই জননিরাপত্তার ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। এটা শুধু টুথপেস্ট না, এটা একটা বিরাট ব্যাধির মতো ছড়িয়েছে। খাবারে, পানিতে ছড়িয়েছে। একটা সমন্বিত পদক্ষেপ লাগবে,' বলেন মি. রহমান। বিবিসি

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলার রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠের মন্দির সংস্কার কর্মসূচিতে মেয়র দীপক মজুমদার অংশগ্রহণ করেন।

শেখ হাসিনার আসন্ন ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই, জানাল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুধবার নির্ধারিত গণমাধ্যমের সঙ্গে ভার্চুয়াল মতবিনিময় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ)। মঙ্গলবার নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই অনুষ্ঠানটি একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যম আয়োজন করছে এবং এতে সরকারের কোনও ধরনের সম্পৃক্ততা বা সমর্থন নেই। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "যে অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, সেটি একটি বেসরকারি মিডিয়া সংস্থা আয়োজন করছে। এর সঙ্গে সরকারের কোনওরকম সম্পৃক্ততা নেই এবং ওই মঞ্চে প্রকাশিত কোনও মতামতকেও সরকার সমর্থন করে না।"

প্রসঙ্গত, সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ভারতের সহযোগিতা চেয়ে বলেন, আওয়ামী লীগের কোনও নেতা, বিশেষ করে শেখ হাসিনা, যাতে ভারতের মাটি ব্যবহার করে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে না পারেন, সে বিষয়ে ভারত পদক্ষেপ নিক।

বাংলাদেশের দৈনিক প্রথম আলো-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় হুমায়ুন কবির এই বিষয়টি উত্থাপন করেন।

বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সম্ভাব্য ভাষণ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত খবর বৈঠকে আলোচনায় আসে। সে সময় হুমায়ুন কবির ভারতের হাইকমিশনারকে জানান, বাংলাদেশ আশা করে যে পলাতক শেখ হাসিনা বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি যেন ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করার মতো কার্যকলাপ চালাতে না পারেন, সে বিষয়ে ভারত সহযোগিতা করবে।

অন্যদিকে, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে, ওই বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও জনগণকেন্দ্রিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশন এক্স-এ জানিয়েছে, বৈঠকে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে কাজ করার এবং দুই দেশের মানুষের উন্নয়নমূলক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, উভয় পক্ষই নিয়মিত সংলাপ ও গঠনমূলক আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পারস্পরিক আস্থা ও আলোচনার মাধ্যমে সব বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান সম্ভব বলে আশা প্রকাশ করেছে।

জয়পুরে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া করণী সেনার সদস্যের মৃত্যু পুলিশি লাঠিচার্জের অভিযোগে কড়া পদক্ষেপের দাবি

জয়পুর, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): ইউজিসির নতুন বিধির প্রতিবাদে জয়পুরে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া শ্রী রাজপুত করণী সেনার সদস্য দেবরাজ সিংয়ের মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার পুলিশ কর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। তাদের অভিযোগ, সোমবার শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহার করায় দেবরাজ সিং অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রী রাজপুত করণী সেনার সভাপতি মহিপাল সিং মাকরানা জানান, দিদওয়ানা-কুচামান জেলার পালাদা গ্রামের বাসিন্দা দেবরাজ সিং ওই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। শ্রী রাজপুত করণী সেনা, রাষ্ট্রীয় হিন্দু মহাসভা এবং সবর্ণ সমাজের একাধিক সংগঠনের সমর্থনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

মাকরানা বলেন, লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহারের জন্য দায়ী পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে জয়পুর বন্‌ধের ডাক দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, পুলিশের দাবি, দেবরাজ সিংয়ের মৃত্যু লাঠিচার্জ বা জলকামানের কারণে হয়নি। জয়পুর পশ্চিমের ডিসিপি প্রশান্ত কিরণ জানান, বিক্ষোভ চলাকালীন হঠাৎই দেবরাজ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার সকালে জয়পুরে দেবরাজ সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোমবার পুলিশ প্রথমে ২০০ ফুট এক্সপ্রেস ফ্লাইওভারের নীচে ব্যারিকেড তৈরি করে মিছিল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে চৌমু পুলিয়া, আম্বাবাড়ি ও পানিপেচ মোড় হয়ে কালেক্টরেট সার্কেলের দিকে এগিয়ে যান। পরে তাঁরা বিজেপির রাজ্য দফতর এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে একাধিক দফায় সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রথমে জলকামান এবং পরে লাঠিচার্জ করে বলে জানা গেছে।

কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেবরাজ সিং আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। তবে পুলিশ এই দাবি অস্বীকার করে জানিয়েছে, তাঁর মৃত্যু হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণেই হয়েছে।

এদিকে, শ্রী রাজপুত করণী সেনার অভিযোগ, বিক্ষোভ দমনে পুলিশ মহিলা ও যুবকদের উপরও বলপ্রয়োগ করেছে।

নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী থাকলে বাঁকিপুরে বিজেপি হারত না, দাবি জেডিইউ বিধায়ক অনন্ত সিংহের

পাটনা, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের জন্য নেতৃত্ব পরিবর্তনকেই দায়ী করলেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর বিধায়ক অনন্ত সিংহ। তাঁর দাবি, নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল থাকলে বিজেপিকে এই পরাজয়ের মুখে পড়তে হত না।বাঁকিপুর উপনির্বাচনে জন সুরাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর বিজেপি প্রার্থী নীরজ কুমার সিনহাকে ১৮,৯৬৩ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হওয়ার পর মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেন অনন্ত সিংহ। এই জয়ের ফলে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বাঁকিপুরে বিজেপির দখলও শেষ হয়েছে।আইএএনএস-কে অনন্ত সিংহ বলেন, 'জনগণই আসল মালিক। মানুষ যাঁকে ভোট দেয়, তিনিই জয়ী হন। মানুষ এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি যে, যাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল, তাঁকে মাঝপথে সরিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'তিনি আরও বলেন, 'নীতীশ কুমার যদি মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। মানুষ এটা পছন্দ করেনি। সম্রাট চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী হওয়া বড় বিষয় নয়, কারণ মানুষ নীতীশ কুমারকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছিল।'অনন্ত সিংহের দাবি, এখনও রাজ্যের বড় অংশের মানুষ মনে করেন, জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও তিনি নিজেই এই ধারণাকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন।

তাঁর কথায়, 'অনেকেই বলেন, আমরা নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করেছি, বিজেপি তাঁকে তাঁর সম্মতি ছাড়াই সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই দাবি ঠিক নয়। নীতীশ কুমার নিজেই পদ ছেড়েছেন। তবে মানুষ সেটা মানতে চাইছে না। সবাই নীতীশ কুমারের উপরই বিশ্বাস রাখে।'

বাঁকিপুরে জয় নয়, বিজেপির পরাজয়ই বড় বার্তা: প্রশান্ত কিশোর

পাটনা, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলকে জন সুরাজ পার্টির জয়ের চেয়ে বিজেপির পরাজয় হিসেবেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। তাঁর দাবি, বাঁকিপুরের ভোটাররা বিহারের নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে বিজেপিকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।

উপনির্বাচনে জয়ের পর আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রশান্ত কিশোর বলেন, "এই ফলাফলকে আমাদের জয়ের চেয়ে বিজেপির পরাজয় হিসেবেই দেখা উচিত। বিহারের মানুষ, বিশেষ করে ব্যাঙ্কিপুরের ভোটাররা বিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে বিপুল জনসমর্থনের সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয় এবং ভুল ব্যক্তির হাতে রাজ্যের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া উচিত নয়।"

তিনি বলেন, বিহারের মানুষ এমন নেতৃত্ব চান, যারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

প্রশান্ত কিশোরের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি 'জঙ্গল রাজ'-এর ভয় দেখিয়ে ভোট পেয়েছে। কিন্তু সেই একই 'জঙ্গল রাজ'-এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গেরুয়া আবরণে সামনে আনলে মানুষ তা মেনে নেবে না। তাঁর দাবি, এই কারণেই বিজেপির একাংশের সমর্থকরাও এবার দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, বিজেপি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিল। দলের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, যে কাউকে প্রার্থী করলেই মানুষ ভোট দেবে। এই মানসিকতার ফলেই ভোটাররা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের ভয় দেখিয়ে চিরকাল ভোট পাওয়া যাবে এমন ধারণা থেকেও বিজেপিকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর কথায়, "জনগণই ক্ষমতায় আনে, আবার তারাই ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়।"

নিজেকে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে তুলনা করতে অস্বীকার করে প্রশান্ত কিশোর বলেন, "আমি প্রশান্ত কিশোর। প্রতিটি রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতা আলাদা। নতুন কেউ নির্বাচনে জিতলেই তিনি কেজরিওয়াল হয়ে যান না।"

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই বলেও জানান জন সুরাজ প্রতিষ্ঠাতা। তবে তিনি বলেন, একজন বিহারবাসী হিসেবে রাজ্যের নেতৃত্ব নিয়ে তাঁর উদ্বেগ রয়েছে এবং বিহারের জন্য দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্ব প্রয়োজন।

নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির ভূমিকারও সমালোচনা করেন প্রশান্ত কিশোর। তাঁর অভিযোগ, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একটি পরিবারকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি ওই পরিবারের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করারও দাবি জানান।

জেডিইউ বিধায়ক অনন্ত সিংহের মন্তব্য প্রসঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছিল নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী থাকলে ফল অন্যরকম হতে পারত, প্রশান্ত কিশোর বলেন, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত। ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার কোনও অর্থ নেই।

বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন, "তিনি একটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতা। তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন বিহারের মানুষ।"

বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, বিহারের একজন নেতা জাতীয় স্তরে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ায় তিনি গর্বিত। তবে তাঁর কাজের মাধ্যমেই সেই গর্ব আরও বাড়বে।ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি জানান, গত তিন বছর ধরে যেভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করে আসছেন, আগামী দিনেও সেইভাবেই কাজ চালিয়ে যাবেন।

ভবানীপুরের নির্বাচনী ফল চ্যালেঞ্জ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার শুনানি ছয় সপ্তাহ পিছোল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফল চ্যালেঞ্জ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা নির্বাচনী মামলার শুনানি ছয় সপ্তাহের জন্য মুলতবি রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের একক বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী ১৫,১০৫ ভোটে জয়ী হন।

এরপর নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে নির্বাচনী আবেদন দায়ের করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, গণনার প্রথম ১২ দফা পর্যন্ত তিনি এগিয়ে থাকলেও এরপর আচমকাই ফলাফলের ধারা বদলে যায়। ভোটগণনায় ব্যাপক অনিয়মের কারণেই এমন পরিবর্তন হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী জয়দীপ কর লিখিত জবাব দাখিলের জন্য আদালতের কাছে চার সপ্তাহ সময় চান।

এর বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী তথা চারবারের লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনী মামলাগুলির নিষ্পত্তি পাঁচ বছরের মধ্যেও না হওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তিনি আদালতের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, 'এটি একটি খারাপ প্রবণতা। অন্তত এই মামলায় একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনে সাহায্য করুন।'

এর জবাবে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের আগের নির্দেশ অনুযায়ী ইভিএম এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্ত নথি যথাযথভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই মামলার শুনানি বিলম্বিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত নির্দেশ দেন, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে উভয় পক্ষ তাদের কাছে থাকা প্রয়োজনীয় নথির অনুলিপি একে অপরের কাছে হস্তান্তর করবে এবং সেই বিষয়ে হলফনামা আদালতে জমা দেবে। পাশাপাশি, আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ নির্ধারিত নথি যথাযথভাবে পেয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে।আদালত জানিয়েছে, ছয় সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

পিওকে-তে জনঅসন্তোষের জবাব গুলি, ইন্টারনেট বন্ধ ও দমন-পীড়ন দিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) অনুষ্ঠিত তথাকথিত স্থানীয় নির্বাচনকে 'সম্পূর্ণ প্রহসন' বলে আখ্যা দিয়ে মঙ্গলবার পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের দাবি, পিওকে-তে জনঅসন্তোষের জবাবে পাকিস্তান গুলি, ভয় দেখানো, ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া এবং দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। এই অভিযানে অন্তত ৯০ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি করেছে ভারত।

নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে এই তথাকথিত স্থানীয় নির্বাচন সম্পূর্ণ প্রহসন। সেখানে প্রকৃত ঘটনা হল জনবিক্ষোভ এবং পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। এ ধরনের ফাঁপা নির্বাচন বাস্তব পরিস্থিতি আড়াল করতে পারে না। চলতি বছরের জুন মাস থেকে দমন-পীড়নের জেরে অন্তত ৯০ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন।"

তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তানের প্রশাসন জনঅসন্তোষের জবাব দিয়েছে গুলি, ব্ল্যাকআউট, ভয় দেখানো এবং দমন-পীড়নের মাধ্যমে। এখন সেই বাস্তবতা ঢাকতে একটি অর্থহীন নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। পিওকে-তে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানকে জবাবদিহি করতে হবে এবং মানবাধিকার নিয়ে তাদের ভণ্ডামি বিশ্বের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত।"

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিওকে-র নির্বাচনের প্রথম পর্বে ব্যাপক হিংসা, ভোটে কারচুপির অভিযোগ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনায় ভোটগ্রহণ বিতর্কের মুখে পড়েছে। জোটের শরিক দলগুলিও একে অপরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করার অভিযোগ তুলেছে।

এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেকেজেএএসি)-র নেতৃত্বে গত ৫ জুন থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন আরও তীব্র হয়েছে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর দমন-পীড়নে গত কয়েক সপ্তাহে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার জেকেজেএএসি অভিযোগ করেছে, বাঘ জেলায় নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর পাকিস্তানি বাহিনী গুলি চালিয়েছে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি, মুজাফরাবাদ জেলার মাকরি এলাকায় সাধারণ মানুষের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে।জেকেজেএএসি রাষ্ট্রপুঞ্জ, রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দফতর (ওএইচসিএইচআর), আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাছে ঘটনাগুলির স্বাধীন তদন্ত এবং দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছে।

অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুপম খেরের দেশ-সমাজ-সিনেমা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): প্রবীণ অভিনেতা অনুপম খের মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সরকারি বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর তিনি জানান, দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, সিনেমা এবং জীবনসহ একাধিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ সাক্ষাতের কয়েকটি ছবি শেয়ার করে ৭১ বছর বয়সি অভিনেতা লেখেন, "অমিত শাহজির বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর আন্তরিক স্নেহ, উষ্ণ আতিথেয়তা এবং আত্মীয়তার অনুভূতির জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।"

দু"বারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই অভিনেতা আরও বলেন, "দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, সিনেমা এবং জীবন নিয়ে আমাদের দীর্ঘ ও অর্থবহ আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তার স্বচ্ছতা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।"

তিনি আরও লেখেন, "এমন একজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাৎ নতুন করে ভাবার এবং নতুন কিছু শেখার সুযোগ এনে দেয়।"

অনুপম খের আরও জানান, "অমিত শাহজি, আপনার দেওয়া সময়, আপনার স্নেহ এবং যেখানে আমি বসেছিলাম সেখানে থাকা ভগবান হনুমানের মূর্তিসবই আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অসমের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন অনুপম খের। সামাজিক মাধ্যমে তিনি বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, টেলিভিশন ও সামাজিক মাধ্যমে ভেসে ওঠা ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। বহু মানুষ পরিবার ও ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, অসংখ্য শিশু ও প্রবীণ খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গ্রেটার নয়ডায় ইলেকট্রনিক্স কারখানায় আগুন উদ্ধার অভিযানে প্রাণ গেল দুই দমকলকর্মীর

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডার একটি ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনকারী কারখানায় আগুন নেভানোর সময় দেওয়াল ও লোহার বিম ধসে পড়ে দুই দমকলকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও তিনজন দমকলকর্মী আহত হলেও তাঁদের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে গ্রেটার নয়ডার ইকোটেক-৩ থানা এলাকার আইএলজিআইএম কোম্পানির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। কারখানাটিতে ইলেকট্রনিক চিপ তৈরি করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ সময় ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও উদ্ধার ও আগুন নেভানোর কাজ চলাকালীন আচমকাই কারখানার একটি পাশের দেওয়াল এবং একটি লোহার বিম ভেঙে পড়ে। এতে পাঁচজন দমকলকর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।চিকিৎসাধীন অবস্থায় দমকলকর্মী রোহিত যাদব এবং প্রধান কনস্টেবল (ড্রাইভার) তীরথপাল সিংহের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে প্রধান কনস্টেবল (ড্রাইভার) রাজপাল সিংহ, দমকলকর্মী মনীশ কুমার এবং অমিত কুমারের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত বলে জানানো হয়েছে।ঘটনার পর সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এসডিআরএফ) সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন। কারখানা চত্বর ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং ভবনের কাঠামোগত স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হাওড়া নদীর কাছে বালুশিল্পী কৃষ্ণ দেবনাথ কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদকজয়ী অস্মিতা দেবের বালু-প্রতিকৃতি তৈরি করেন। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোটি কোটি বছর আগে কি সাপের পা ছিল?

কে শুভাগানাম

সাপকে মাটির ওপর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটতে দেখে, কিংবা কোনো অসুবিধা ছাড়াই গাছে চড়তে ও পানিতে ভাসতে দেখে অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কীভাবে পা ছাড়াই একটি প্রাণী এত দক্ষতার সাথে চলাচল করে? স্থল বা ডাঙার বেশিরভাগ প্রাণীই দ্রুত এবং ভারসাম্য বজায় রেখে চলার জন্য পায়ের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সাপ কীভাবে পা ছাড়া চলাচল করে? আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ, কিন্তু এই প্রাণীটির বেশিরভাগ প্রজাতির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার সাহায্যে এরা সব ধরনের বাধা পেরিয়ে ভ্রমণ করতে পারে। আসুন জানার চেষ্টা করি, তাদের শরীরের কাঠামোর পেছনে এমন কোনবৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে যা তাদের এ কাজে সক্ষম করে তোলে।

প্রাচীনকালে কি সাপের পা ছিল? বিবর্তনের যাত্রার দিকে তাকালে দেখা যায়, সাপ সবসময় পা-বিহীন প্রাণী ছিল না। "নেচার" ও "সায়েন্টিফিক আমেরিকান"-এর মতো জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, কোটি কোটি বছর আগে সাপের পা ছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, সাপের বেশ কিছু জীবাশ্ম বা ফসিল নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আর্জেন্টিনায় পাওয়া "নাজাশ রিয়োনেগ্রিনা" নামের একটি প্রাচীন বা পুরোনো সাপের জীবাশ্ম।

"সায়েন্স অ্যাডভান্সেস" জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, এই সাপটি প্রায় একশ মিলিয়ন বা ১০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত এবং এর পেছনের পা দুটি ছোট কিন্তু স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। একইভাবে, কিছু গবেষণা ইঙ্গিত করে, প্রায় ১২০ মিলিয়ন বা ১২ কোটি বছর বয়সী বা পুরোনো "টেট্রাপোডোফিস" নামের সরীসৃপটির চারটি পা ছিল।

তবে এই জীবাশ্মটি কোনো প্রাচীন টিকটিকি নাকি সাপের সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনো বিতর্ক রয়েছে। এই গবেষণাগুলোতে দেখা যায়, সাপ আগে টিকটিকির মতো সরীসৃপ ছিল। ধীরে ধীরে এটি বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনুযায়ী, শুরুর দিকে সাপের পা ছিল। কিন্তু কোটি কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক ধীর প্রক্রিয়ার ফলে সাপ প্রজাতির পাগুলো ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে এবং একপর্যায়ে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়।

জেনেটিক রেকর্ডে চাপা রহস্য

শুধুমাত্র ফসিল বা জীবাশ্মের প্রমাণই নয় বরং জেনেটিক বা বংশগতিবিদ্যার গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে, একসময় সাপের পা ছিল, সময়ের সাথে সাথে যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ২০১৬ সালে সাপের ভ্রূণের ওপর করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক সাপের শরীরে পা গজানোর জন্য এখনো প্রয়োজনীয় কিছু জেনেটিক কোষ রয়ে গেছে। তবে এই গবেষণাগুলোতে দেখা যায়, যেভাবে এই জিনগুলো টিকটিকির দেহে কাজ করে, সাপের দেহে সেগুলো এখন আর সেভাবে সক্রিয় নেই।

১৯৯৯ সালে বিজ্ঞানীরা সাপের শারীরিক গঠনের সাথে যুক্ত জিনের বিষয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পান। সে সময় সাপের ভ্রূণের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক বিষয় লক্ষ্য করেন ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার একজন ইভোলিউশনারি বা বিবর্তনবাদী বায়োলজিস্ট মার্টিন কোহেন। সাপের শরীরের কিছু জিন অন্যান্য সরীসৃপের তুলনায় ভিন্নভাবে কাজ করে বলে তাদের গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়। এর চার বছর পর, ব্রায়ান হেইস্কেন এবং তার দল আবিষ্কার করেন,"সনিক হেজহগ" নামের একটি জিন টিকটিকির পায়ের আকার নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

পাশাপাশি সাপের কেন পা হয় না, সেটি ব্যাখ্যা করতেও এই একই জিন সাহায্য করতে পারে বলেও সামনে আসে। এরপর ২০১৬ সালে, বিজ্ঞানীরা পাইথন অর্থাৎ অজগরের ভ্রূণের জিন নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পান, পাইথনের শরীরে "সনিক হেজহগ" জিনটি নিয়ন্ত্রণকারী তিনটি ডিএনএ সেগমেন্ট নেই। কারেন্ট বায়োলজি জার্নালে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেটি অনুযায়ী, ডিএনএ'র এই অনুপস্থিতির কারণে সাপের দেহে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন সঠিকভাবে তৈরি হয় না।

এটি দেখায় যে, সাপের ভ্রূণ বৃদ্ধির সময় "সনিক হেজহগ" জিনের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। কিন্তু মজার বিষয় হলো, কিছু সাপের শরীরে এখনো তাদের

পূর্বপুরুষদের যে পা ছিল সেই চিহ্ন রয়ে গেছে। পাইথনের (অজগর) লেজের কাছাকাছি "স্পার" নামক ছোট কাঠামো থাকে, যেগুলোকে পেছনের পায়ের বিবর্তনের ফলে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট অংশ বলে মনে করা হয়। সাপ কেন তাদের পা হারিয়েছে, বিষয়টি গবেষণা করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির জিনতত্ত্ববিদ অ্যাঞ্জেল উইজেল। এই জিনতত্ত্ববিদের দল পাইথনের জিনোমের সাথে ভাইপার এবং কোবরার (কেউটে বা গোখরা) মতো সাপের তুলনা করেছিল। যেগুলো আরো পরে বিবর্তিত হয়েছে এবং যাদের দেহে পায়ের সামান্যতম চিহ্নও নেই। পরবর্তীতে এটা আবিষ্কার হয় যে, এই সাপগুলোর শরীর থেকেও "সনিক হেজহগ" জিনের সাথে সম্পর্কিত কিছু ডিএনএ হারিয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে জেনেটিক পরিবর্তন ঘটেছে। সাপের পা হারানোর বিবর্তনে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোই যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল সেটিই এই গবেষণায় সুনিশ্চিত হয়েছিল।

কেন পা হারিয়েছিল সাপ? দৌড়াতে, লাফাতে, শিকার করতে এবং নিজে শিকারী প্রাণীর হাত থেকে বাঁচতে পা মানুষসহ অনেক প্রাণীকেই সাহায্য করে। ফলে এই প্রেক্ষাপটে পা না থাকাটা অসুবিধা বলেই মনে হতে পারে। প্রশ্ন হলো, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সাপ কেন তাদের পা হারিয়েছে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রাচীন বা আগেকার সাপগুলো এমন এক পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল যেখানে পা থাকাটা সুবিধার চেয়ে বরং তাদের জন্য একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পা না থাকার প্রধান থিওরি বা কারণ হিসেবে সায়েন্টিফিক আমেরিকান এর এক নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রাচীন বা আগেকার সাপগুলো মাটির নিচে গর্তে এবং পাথর ও উদ্ভিদের নিচের সংকীর্ণ জায়গায় বাস করত। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে চলাচলের জন্য দীর্ঘ শরীর এবং কম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশি ভালো কার্যকারিতা দেয়। বর্তমানেও এর কিছু আধুনিক উদাহরণ রয়েছে।

সাপের কিছু কিছু প্রজাতি, বিশেষ করে তামিলনাড়ুর পশ্চিম ঘাটে পাওয়া যায় এমন বেশ কিছু প্রজাতির সাপ তাদের জীবনের সিংহভাগ সময় মাটির নিচেই কাটায়। ব্লাইন্ড স্নেক, যেগুলোকে প্রায়ই কেঁচো ভেবে ভুল করা হয়, সেগুলো নরম মাটির মধ্য দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে। এদের চোখগুলো খুবই ছোট, দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। আর এ কারণেই এসব সাপকে ব্লাইন্ড স্নেক বলা হয়। মাটির নিচে থাকা এই সাপগুলো প্রায়ই তাদের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে খাবার খুঁজে পাওয়ার সক্ষমতার ওপর বেশি নির্ভর করে। একইসঙ্গে তারা মাটির নিচের জীবনের সাথে নিজেদের মানিয়ে বা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সরু গর্ত এবং সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল বলেই সম্ভবত সাপ তাদের পা হারিয়েছে। সাপের দীর্ঘ ও শুকনো দেহ তাদের সংকীর্ণ জায়গার ভেতর দিয়ে সহজে হামাগুড়ি দিতে সাহায্য করে। তাদের শরীরে কোনো বাড়তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকার কারণে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে ভালোভাবে ফাটল, গর্ত এবং ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে সহজে চলাচল করতে পারে সাপ। সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সাপের এমন এক শারীরিক গঠনের বিবর্তনকে উৎসাহিত করেছে, যেখানে দেহের বাইরে বাড়তি অঙ্গগুলো পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাসেলস ভাইপারসহ বিশ্বের সবচেয়ে বিষধর সাতটি সাপ সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে২৪ জুন ২০২৪ ভারতের বিতর্কিত "ভোজশালা" প্রাঙ্গণকে মসজিদ নয়, মন্দির হিসাবেই স্বীকৃতি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের১৫ মে ২০২৬ স্বাভাবিক প্রসবের জন্য যেসব প্রস্তুতি সহায়ক হতে পারে১১ মে ২০২৬

পা ছাড়া সাপ কীভাবে চলে? পা হারানোর পর, চলাচলের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপায় তৈরি করেছে সাপ। এটি প্রকৃতির অন্যতম এক বিস্ময়কর দিক। স্তন্যপায়ী ও অন্যান্য সরীসৃপদের মতো পায়ের ওপর ভরসা না করে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাপ নিজের পুরো দেহ ব্যবহার করে। মানুষের মেরুদণ্ডে যেখানে প্রায় ৩৩টি ভার্টিব্রি বা কশেরুকা (হাড়ের জোড়া) থাকে, সেখানে সাপের শরীরে থাকে ২০০ থেকে ৪০০টি কশেরুকা, যেগুলো শক্তিশালী পেশির মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে। "সায়েন্টিফিক আমেরিকান"-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, এই শারীরিক গঠন সাপকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট উপায়ে শরীরকে নুইয়ে দেওয়া বা বাঁকানোর এবং মোচড়ানোর ক্ষমতা দেয়। এই শারীরিক গঠন সাপকে তার দেহের বিভিন্ন অংশ মাটির ওপর ঠেকিয়ে পা ছাড়াই চলাচল করতে সাহায্য করে। এছাড়া, তাদের ত্বকের ওপরে থাকা "স্কেলস বা আঁশ" সাপকে চলাচলে সাহায্য করে। সাপের পেটের নিচের অংশে তুলনামূলকভাবে চওড়া আঁশ থাকে, যেটি মাটির সাথে ঘর্ষণ তৈরি করে সাপকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে সাপ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে চলাচল করে।

অর্থাৎ, মাটিতে যেভাবে হামাগুড়ি দেয়, গাছে চড়ার সময় সেভাবে চলে না সাপ। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ উপায়টি হলো "সাইডওয়েস ওয়েভিং" বা আঁকাবাঁকা ঢেউ বা তরঙ্গের মতো চলা। এটিই হলো সেই "এস" আকৃতির চলার স্টাইল, যেটি সাধারণত আমরা দেখে থাকি।

এই পদ্ধতিতে সাপ তার শরীরকে একপাশে কাত করে ঘাস, পাথর, মাটি বা অন্য কোনো কিছুর সারফেস বা পৃষ্ঠতলের ওপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কোবরা (গোখরা), ভাইপার (চন্দ্রবোড়া) এবং সাধারণ দাঁড়াশ সাপের মতো অনেক প্রজাতির সাপ এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। সাপের চলার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে "সাইডওয়াইন্ডিং" বা পাশ কাটিয়ে চলাকে সবচেয়ে দ্রুতগতির বলে মনে করা হয়। একইভাবে, পাইথনের (অজগর) মতো বৃহৎ বা বড় দেহের সাপগুলো সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শরীরকে একপাশে কাত না করে, তাদের পেটের পেশি ব্যবহার করে ধীরে ধীরে সোজা পথে চলে। সাপের এমন চলাফেরা যদিও বেশ ধীরগতির, তবে এটি অত্যন্ত স্থিতিশীল। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান রক পাইথনের মতো সাপগুলোকে প্রায়ই শরীর বেশি না বাঁকিয়ে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিতে দেখা যায়।

বৃহৎ দেহের সাপেদের জন্য এই ধরনের চলার পদ্ধতি খুবই উপযোগী। যেসব সাপ গর্তে, গাছের কোটরে এবং পাথরের ভেতরের সংকীর্ণ জায়গায় বাস করে, তারা চলাচলের জন্য "কনসার্টিনা মুভমেন্ট" পদ্ধতি ব্যবহার করে।

এই পদ্ধতিতে সাপ নিজেদের শরীরের একটি অংশ এক জায়গায় শক্তভাবে আটকে রাখে এবং অন্য অংশটিকে টেনে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। এরপর সামনের অংশের সাথে সাথে পেছনের অংশটিও এগিয়ে আসে। মরুভূমির কিছু সাপ চলাফেরার জন্য "সাইডওয়াকিং" কৌশল ব্যবহার করে। এই কৌশলে একবারে সাপের দেহের শুধু একটি ছোট অংশই মাটি স্পর্শ করে।

সাপের এই সাইডওয়াকিং চলাচলের কৌশল তাকে পিছলে না পড়া বা শরীর অতিরিক্ত গরম না করে উত্তপ্ত, নরম বালুর ওপর দিয়ে সহজে চলাচল করতে সাহায্য করে।

সাপের চলাচলের এই ভিন্নতাই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সফল প্রাণী হিসেবে তাদের টিকে থাকার প্রধান কারণ। কিছু প্রজাতির সাপ আবার তরঙ্গের মতো ঢেউ খেলে জলে সাঁতার কাটে। কিছু সাপ আবার গাছে চড়ায় পারদর্শী এবং এমন কিছু সাপও আছে যেগুলো বাতাসের মধ্য দিয়েই এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে চলাচল করতে পারে। এর মাধ্যমেই প্রমাণ হয়, সাপের জন্য তাদের পা না থাকাটা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটা তাদের বিভিন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব অংশেই সাপের দেখা মেলে। বন জঙ্গল, মরুভূমি, জলাভূমি, জলাশয় এবং মহাসাগর সবখানেই সাপ রয়েছে। সাপের উপস্থিতি বিবর্তন তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকে তুলে ধরে, 'জীবন কেবল সেরা শারীরিক গঠনের মাধ্যমেই বিকশিত হয় না বরং পরিবেশের সাথে সেরা অভিযোজন বা খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই বিকশিত হয়। **বিবিসি**

ফ্রিজে নয় টমেটো বাইরেই থাকবে টাটকা

বাজার থেকে ঝুড়ি ভরে লাল টুকটুকে টমেটো কিনে আনলেন, অথচ দু'দিন না যেতেই সেগুলোর হাল দেখে মাথায় হাত? ছাল কুঁচকে একেবারে কালঘাম ছোটানোর দশা! গরমের দিনে রসে টইটম্বুর সতেজ টমেটো দিয়ে রান্না করার যে আনন্দ, টমেটো শুকিয়ে গেলে সেই পুরো মুডটাই অফ হয়ে যায়। কিন্তু জানেন কি, একটা পুচকে ট্রিক খাটালেই এই ঝক্কি থেকে রেহাই মেলা সম্ভব?

টমেটোর এই দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়ার নেপথ্যে কাজ করে একটি বিশেষ বিজ্ঞান। আসল কারসাজিটা লুকিয়ে রয়েছে তার মাথার ওপরের ওই ছোট্ট বৃত্তাকার বোঁটার ক্ষতটায়। টমেটোর পাতলা চামড়া ভেতরের রস বেরোতে না দিলেও, গাছ থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর ওই বোঁটার ফাঁক দিয়েই ফলের ভেতরের সমস্ত আর্দ্রতা হাওয়ায় উবে যায়। ফলে দেখতে দেখতে ফলটি রসকষহীন, শুকনো টমেটোয় পরিণত হয়।

উল্টো করে রাখা: বাজার থেকে টমেটো এনে টেবিল বা ঝুড়িতে বোঁটার দিকটা নিচে রেখে সাজান। এতে ফাঁকা ছিদ্রপথটি ঢাকা পড়ে যায় এবং ভেতর থেকে জলীয় বাষ্প সহজে বেরোতে পারে না। ফল থাকে একদম টাটকা।

টেপ ট্রিক: প্রফেশনাল শেফদের পছন্দ এই বুদ্ধিটি! বোঁটার কাটা অংশটিতে এক টুকরো সেলোটেপ আটকে দিন। ব্যাস, আর্দ্রতা পালাবে কোথায়!

পরীক্ষার প্রমাণ: রন্ধন বিশেষজ্ঞ কেনজি লোপেজ-অল্ট পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, বোঁটা নিচে করে রাখা টমেটো তিন দিনে মাত্র ১-২ শতাংশ জলীয় অংশ হারায়। অন্যদিকে সোজা রাখা টমেটোর ক্ষেত্রে সেই অপচয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭ শতাংশ পর্যন্ত!

ফ্রিজের সঠিক ব্যবহার: টমেটো একদম পেকে নরম হওয়ার উপক্রম হলে তবেই ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে ফ্রিজে রেখে অন্তত তার রসালো ভাবটা কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা ঢের ভালো।

রান্নাঘরে রাখা অতি সাধারণ কিছু উপকরণের সঠিক ব্যবহার জানলেই জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। পরের বার বাজার থেকে ফেরার পরই এই স্মার্ট কৌশলটি কাজে লাগিয়ে দেখুন তো, পার্থক্যটা নিজেই বুঝতে পারবেন!

জিন্সের প্যান্টের পকেটে ধাতব বোতাম না থাকলেই বিপদ

জিন্সের পকেটের কোণায় থাকা ছোট ছোট ধাতব বোতামগুলোকে বলা হয় 'রিভেট'। বাইরে থেকে দেখে এগুলোকে সাধারণ ডিজাইন মনে হলেও আদতেও তা নয়। প্রায় দেড়শো বছর আগে পকেটে ভারী জিনিস রাখলে কাপড় যাতে সেলাইয়ের জায়গায় ছিঁড়ে না যায়, সেই জন্যই এই বোতামগুলো লাগানো শুরু হয়।

গল্পটা ১৮৭০ সালের। এক কাঠুরের প্যান্ট বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছিল বলে তাঁর স্ত্রী জ্যাকব ডেভিস নামের এক দর্জির কাছে যান। কাঠুরের প্যান্ট মজবুত করতে জ্যাকব বুদ্ধি করে পকেটের যে কোণায় বেশি টান পড়ে, সেখানে ধাতব পিন বসিয়ে দেন। এই টেকনিক কাজ করায় পরে খনি শ্রমিকদের প্যান্টেও এই বোতাম লাগানো শুরু হয়।

জ্যাকব ডেভিস একা এই ব্যবসা বড় করতে পারছিলেন না, তাই তিনি কাপড় ব্যবসায়ী লেভি স্ট্রসের সঙ্গে হাত মেলান। দুজন মিলে ১৮৭৩ সালের ২০ মে এই বিশেষ প্যান্টের সরকারি অধিকার বা প্যাটেন্ট পেয়ে যান। আর এভাবেই পৃথিবীতে জন্ম নেয় বিশ্বখ্যাত পোশাকের ব্র্যান্ড 'লেভি স্ট্রস অ্যান্ড কোম্পানি'।

শুরুর দিকে শুধু কঠিন পরিশ্রম করা মানুষদের প্যান্টেই এই ধাতব বোতাম দেওয়া হতো, যাতে প্যান্ট দীর্ঘদিন টেকে। তবে সময়ের সাথে সাথে এই কাজের জিনিসটাই হয়ে ওঠে জিন্সের মূল ফ্যাশন। বর্তমানে ছোট-বড় সব ব্র্যান্ডের জিন্সেই পকেটের জোর বাড়াতে এবং স্টাইল ধরে রাখতে এই বোতাম ব্যবহার করা হয়। পকেটে ভারী মোবাইল, মানিব্যাগ কিংবা চাবি রাখলে কাপড়ের ওপর যে চাপ পড়ে, তা এই ধাতব বোতামগুলো নিজে সামলে নেয়। এর ফলে পকেটের মূল সেলাইয়ের ওপর সোজা চাপ পড়ে না এবং কাপড় ছিঁড়ে যায় না। পকেট খালি করার পরও কাপড়ের আকার একই রকম টানটান থাকে।

আগে প্যান্টের জিপারের একদম নিচেও একটা ছোট ধাতব বোতাম থাকত। কিন্তু খনির শ্রমিকেরা যখন রাতের বেলা ক্যাম্পফায়ারের আগুনে হাত-পা পোহাতে বসতেন, তখন ওই বোতামটি আগুনে গরম হয়ে অস্বস্তি তৈরি করত। শ্রমিকদের এই কষ্টের কথা ভেবে ১৯৩৭ সালে প্যান্টের ওই বোতামটি তুলে দেওয়া হয়।

একইভাবে পেছনের পকেটের বোতামগুলো কাঠের চেয়ার বা গাড়ির লেদার সিটে আঁচড় ফেলে নষ্ট করে দিত। তাই ১৯৩৭ সাল থেকে সেগুলো কাপড়ের নিচে ঢুকিয়ে সেলাই করা হয় এবং পরে সেগুলোর বদলে শক্ত সুতোর সেলাই দেওয়া হয়। তবে পেছনের বোতাম উঠলেও সামনের পকেটের ধাতব বোতামগুলো আজও আগের মতোই থেকে গিয়েছে।

তাই পরের বার জিন্স পরার সময় মনে রাখবেন, পকেটের এই বোতামগুলো শুধু দেখানোর জন্য নয়। এই সাধারণ মেটাল বোতামগুলো না থাকলে জিন্স এত শক্ত আর টেকসই হতই না!

প্রকৃত বন্ধু কীভাবে চিনবেন

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকরাখা ভীষণ জরুরি। কাজের চাপ, পড়াশোনার চিন্তা বা সংসারের নানা ঝামেলা, সব মিলিয়ে মনের ওপর চাপ পড়ে প্রায় সবারই। কিন্তু আপনি কি জানেন, এসব মানসিক স্ট্রেস বা চিন্তা দূর করার সবচেয়ে সহজ উপায় কী? একজন সত্যিকারের বন্ধুর মিষ্টি একটা কথাই বদলে দিতে পারে আপনার সারাদিনের মন খারাপ। কী বলছে গবেষণা?

মন খারাপের কথা মনের মধ্যে চেপে রাখলে কষ্ট কেবল বাড়েই। এমন একজন মানুষকে পাশে দরকার, যার কাছে মন খুলে সব কথা বলা যায়। মার্কিন সংস্থা সিডিসি -র তথ্য বলছে, পরিবার ও ভালো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মন ও শরীর, দুই-ই খুব ভালো থাকে। একজন সত্যিকারের বন্ধু কোনও বিচার না করেই আপনার সব কথা শুনবে। বন্ধুর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলে বা প্রাণখুলে হাসাহাসি করলে কষ্ট কমে। যেকোনও বিপদে বন্ধু পাশে থাকলে যে সাহস পাওয়া যায়, তা মানসিক ভয় ও একা থাকার কষ্ট নিমেষেই কমিয়ে দেয়। সব বন্ধুই কিন্তু মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। প্রকৃত বন্ধু কীভাবে চিনবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃত বন্ধু আপনার কথা মন দিয়ে শুনবেন এবং আপনার ভাবনাকে সম্মান করবেন। আপনার যেকোনও ভালো খবরে বা সাফল্যে তিনি মন থেকে আনন্দ পাবেন। কথায় কথায় আপনাকে ছোট করবেন না সঠিক পরামর্শ দেবেন। যাঁর সঙ্গে সময় কাটালেই সব দুঃখ কষ্ট নিমেষে দূর হয়ে যায়।

কখন ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া জরুরি?

বন্ধুরা পাশে থাকলে অনেক কঠিন পরিস্থিতি সহজ হয়ে যায়, এটা সত্যি। তবে সব সমস্যার সমাধান আবার একা বন্ধুরাও করতে পারেন না। যদি দেখেন পরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে আপনার টানা মন খারাপ লাগছে, ঘুম বা খিদের সময় একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছে, কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না, তবে একদম ফেলে রাখবেন না। এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত কোনও বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রেশার কুকারেই বানান দোকানের মত নরম-তুলতুলে মোমো

গরম গরম মোমোয় কামড় বসাতে কে না ভালোবাসেন! সন্ধ্যে হলেই কলকাতার গলিতে গলিতে মোমোর সুবাস মন ভালো করে দেয় খাদ্যরসিকদের। সঙ্গে ওই ঝাল ঝাল লাল চাটনি আর গরম স্যুপ থাকলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু রোজ রোজ দোকানের খাবার না খেয়ে, এই জিভে জল আনা খাবারটি যদি বাড়িতেই বানিয়ে ফেলা যায়? অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, "বাড়িতে তো স্টিমার নেই, মোমো বানাব কীভাবে?" একদম ভাববেন না! মোমো বানাতে আপনার দামি কোনও স্টিমারের প্রয়োজন নেই। রান্নাঘরের সাধারণ প্রেশার কুকার ব্যবহার করেই বানিয়ে ফেলা সম্ভব একেবারে দোকানের মতো তুলতুলে ও সুস্বাদু মোমো। কী কী লাগবে? খোলস বানাতে: ময়দা, তেল, নুন ও জল। পুর বানাতে: চিকেন কিমা, পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন কুচি, সোয়া সস, সামান্য নুন ও গোলমরিচ। চাটনি বানাতে: টমেটো, শুকনো লঙ্কা, রসুন, লেবুর রস, নুন, চিনি ও তেল। প্রণালী প্রথমেই ময়দা, অল্প তেল আর নুন একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে একদম নরম একটা মণ্ড মেখে নিন। এরপর আধ ঘণ্টার জন্য ঢেকে রেখে দিন। কড়াইতে তেল গরম করে আদা, রসুন, পেঁয়াজ ও চিকেন কিমা দিয়ে হালকা ভেজে নিন। ওপর থেকে সোয়া সস, নুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে নামিয়ে নিলেই মোমোর পুর তৈরি! ময়দার মণ্ড থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে পাতলা করে বেলে নিন। ভেতরে বেশ খানিকটা পুর দিয়ে নিজের পছন্দমতো মোমোর আকৃতি গড়ে নিন। প্রেসার কুকারে কীভাবে বানাবেন? প্রেশার কুকারে দেড় গ্লাস জল ঢালুন। জলের ওপর একটি ফুটো করা থালা বা জালি স্ট্যান্ড বসান। খেয়াল রাখবেন, জালিটি যেন কোনওভাবেই জল না স্পর্শ করে। জালিটির ওপর সামান্য তেল মাখিয়ে দিন, যাতে মোমো আটকে না যায়। এবার একটু ফাঁকা ফাঁকা করে মোমোগুলো সাজিয়ে দিন। প্রেশার কুকারের ঢাকনা বন্ধ করার আগে রবার ও সিটি (হুইসল) অবশ্যই খুলে নেবেন। এবার মাঝারি আঁচে ১২ থেকে ১৫ মিনিট রাখুন। ভাপেই তৈরি হয়ে যাবে ধোঁয়া ওঠা নরম মোমো!

স্পেশাল ঝাল চাটনি কীভাবে বানাবেন? টমেটো ও শুকনো লঙ্কা সেদ্ধ করে নিন। টমেটোর খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ লঙ্কা আর রসুনের সঙ্গে মিক্সিতে পেস্ট বানিয়ে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে ওই পেস্টটি ঢালুন। এতে সামান্য লেবুর রস, নুন ও চিনি দিয়ে একটু কষিয়ে নিলেই তৈরি আপনার চাটনি। গরম গরম এই মোমো আর চাটনি একসঙ্গে পরিবেশন করুন, বাড়ির সবাই চেটেপুটে খাবে!

ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে ছাত্র আন্দোলন ১১তম দিনে, ৬ আগস্ট বিধানসভা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

রাঁচি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (জেএসএসসি)-র বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে রাঁচিতে ছাত্রদের আন্দোলন মঙ্গলবার ১১তম দিনে পড়ল। দাবি পূরণ না হলে ৬ আগস্ট ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

ছাত্রনেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো গত তিন দিন ধরে জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে অনির্দিষ্টকালের অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, দ্রুত তাঁদের দাবিগুলি মেনে না নিলে বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

ছাত্রদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ১৪তম জেপিএসসি সম্মিলিত সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল, জেপিএসসি ও জেএসএসসি-সিজিএল-সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে সিবিআই ও ইডি তদন্ত, ওএমআর শিট, মূল পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং বিভাগভিত্তিক কাট-অফ নম্বর প্রকাশ, বিতর্কিত পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থাগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করা এবং নিয়োগকারী সংস্থাগুলিতে ব্যাপক সংস্কার।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বারবার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের ফলে যোগ্য প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হচ্ছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হচ্ছে।এদিকে, ১৪তম জেপিএসসি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে ঝাড়খণ্ড সিআইডি সোমবার রাঁচি, ধানবাদ, বোকারো, দেওঘর, গোড্ডা, রামগড় এবং হাজারিবাগ জেলায় একযোগে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি, পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিটের কার্বন কপি, অ্যাডমিট কার্ড-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ফরেনসিক ও প্রযুক্তিগত পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

এর আগে সিআইডি জেপিএসসি দফতরেও অভিযান চালিয়ে পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল। তদন্তের স্বার্থে প্রাক্তন জেপিএসসি চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন মুখ্যসচিব এল. কিয়াংটেকেও একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

এদিকে, ছাত্রদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মঙ্গলবার এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। সরকারের দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ইস্যুতে বিরোধীরাও সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছে। বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডির অভিযোগ, জেপিএসসি ও জেএসএসসি-র মাধ্যমে চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। তিনি গোটা ঘটনার সিবিআই তদন্ত, দুই কমিশনের চেয়ারম্যান, সচিব ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের অপসারণ এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

টানা বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দারাও আন্দোলনরত ছাত্রদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

দিল্লিতে আন্তঃরাজ্য অবৈধ মদ পাচারচক্রের পর্দাফাঁস, ১৪৭ কার্টন মদ উদ্ধার; গ্রেফতার ১

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): উৎসবের মরশুমের আগে অবৈধ মদের কারবারে বড়সড় আঘাত হানল দিল্লি পুলিশের পূর্ব জেলার অ্যান্টি-স্ন্যাচিং অ্যান্ড বার্গলারি (এএসবি) সেল। হরিয়ানা থেকে দিল্লিতে পাচারের উদ্দেশ্যে আনা ১৪৭ কার্টন অবৈধ মদ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মদ বহনের কাজে ব্যবহৃত একটি পণ্যবাহী গাড়িও।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম মোহিত (২৪)। সে উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলার সেওয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা। তদন্তে জানা গিয়েছে, এর আগেও দিল্লি আবগারি আইনে তার বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা দায়ের হয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, আসন্ন উৎসবের মরশুমকে সামনে রেখে অবৈধ মদ, বেআইনি অস্ত্র পাচার এবং অন্যান্য অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এসিপি (অপারেশনস) পবন কুমারের তত্ত্বাবধানে এসআই অজয় তোমরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়।

২ ও ৩ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে পূর্ব দিল্লির গাজিপুর শ্মশানঘাটের কাছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদবাহী একটি গাড়ি যাওয়ার গোপন খবর পায় পুলিশ। তথ্য যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট এলাকায় নজরদারি ও ফাঁদ পাতা হয়।

একই সময়ে দিল্লি আবগারি দফতরের একটি দলও সন্দেহভাজন গাড়িটির গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। পরে যৌথ অভিযানে টাটা এস গাড়িটিকে আটক করে চালক মোহিতকে গ্রেফতার করা হয়।

তল্লাশিতে গাড়ি থেকে ১৪৭ কার্টন অবৈধ মদ উদ্ধার হয়, যেগুলিতে ''ফর সেল ইন হরিয়ানা অনলি'' লেখা ছিল। উদ্ধার হওয়া মদের মধ্যে ছিল ১০৪ কার্টনে ৫,২০০ কোয়ার্টার বোতল ''দেশি শরাব সন্ত্রা'', ১৭ কার্টনে ৮৫০ কোয়ার্টার বোতল ''দেশি শরাব রেস-৭'' এবং ২৬ কার্টনে ৩১২ বোতল ''দেশি শরাব মুরথল নং-১''।

এই ঘটনায় গাজিপুর থানায় দিল্লি আবগারি আইনের ৩৩ ও ৫৮ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ মদের উৎস, যাদের কাছে সরবরাহের কথা ছিল এবং এই আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজ শুরু করেছে।

জিজ্ঞাসাবাদে মোহিত জানিয়েছে, গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে সে চালকের কাজ করছিল। সেই সময়েই অবৈধ মদের কারবারিদের সংস্পর্শে এসে কমিশনের বিনিময়ে হরিয়ানা থেকে দিল্লিতে মদ পরিবহনের কাজে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনার দিনও সে হরিয়ানা থেকে মদের চালান নিয়ে গাজিপুরের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য অবৈধ মদ সংগ্রহ, পরিবহণ ও সরবরাহের বৃহত্তর নেটওয়ার্কেরও তদন্ত চলছে।

ফরিদাবাদের স্কুলে নৃশংস খুন, শিক্ষিকাকে ৩০ সেকেন্ডে ৩৪ বার ছুরিকাঘাত; অভিযুক্ত গ্রেফতার

ফরিদাবাদ, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): হরিয়ানার ফরিদাবাদে এক বেসরকারি স্কুল চত্বরে ২৯ বছর বয়সি এক শিক্ষিকাকে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই শিক্ষিকাকে অনুসরণ (স্টকিং) করা এক যুবক স্কুলে এসে তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ৩৪ বার ছুরিকাঘাত করে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত অমিতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, নিহত শিক্ষিকার নাম সন্ধ্যা। তিনি সিকরোনা গ্রামের একটি বেসরকারি স্কুলে কর্মরত ছিলেন। বুধবার সকালে মাথা, মুখ ও কাঁধ সাদা কাপড়ে ঢেকে অভিযুক্ত স্কুলে এসে শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা করতে চায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানালে সন্ধ্যা বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

এরপরই অভিযুক্ত আচমকা তাঁর উপর হামলা চালায়। অভিযোগ, প্রথমে শিক্ষিকার গলা চেপে ধরে তাঁকে বাইরে টেনে নিয়ে যায় এবং তারপর মুখ, গলা ও বুকে একের পর এক ছুরির আঘাত করতে থাকে। ঘটনাটি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্ত কিছুক্ষণ স্কুলের লবিতে অপেক্ষা করার পর শিক্ষিকাকে বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর তাঁকে মাটিতে ফেলে এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত করে। এমনকি তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরও হামলা চালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

চিৎকার শুনে স্কুলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। স্কুলের প্রশাসনিক আধিকারিক হামলা থামানোর চেষ্টা করলে অভিযুক্ত তাঁকেও ছুরি দেখিয়ে ভয় দেখায়। এরপর নম্বরপ্লেটবিহীন একটি মোটরসাইকেলে করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

গুরুতর জখম অবস্থায় সন্ধ্যাকে দ্রুত আল ফালাহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরপরই তদন্তে নেমে মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে কোট গ্রামের বাসিন্দা ২১ বছর বয়সি অভিযুক্ত অমিতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় দু''বছর ধরে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে চিনত এবং একাধিকবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা তাতে আগ্রহী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও অভিযুক্ত তাঁকে অনুসরণ করে যেতে থাকে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, সম্প্রতি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ওই শিক্ষিকা। সেই ঘটনার পর প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়েছিল অমিত। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই অভিযোগের জেরেই প্রতিশোধস্পৃহা থেকে এই খুনের ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

নেশাকারবারীকে

● **প্রথম পাতার পর**

এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের দাবি, আটক ব্যক্তিদের একজন শাসকদলের এক যুবনেতার আত্মীয় এবং অপরজন বিশালগড় পৌর পরিষদের এক কাউন্সিলরের ভাই। তবে এই দাবির স্বাধীনভাবে কোনো সরকারি বা পুলিশি নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্য পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। পরীক্ষার রিপোর্ট এবং তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার পর এলাকাবাসী রঘুনাথপুরে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনা গেলে এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

নেওয়া হয়। তিনি বলেন, "আমরা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করি। টেট শেষ হওয়ার পরই প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। শূন্যপদ এবং আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই ধাপে ধাপে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রয়োজন ও উপলব্ধ সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সুষম পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে সরকার।

বিজ্ঞপ্তি

Ref:No-F.4-9/TFES/2022/3963, Date-06th May 2022

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, Fire Recruitment Board, Tripura (FRBT), ত্রিপুরা অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার-এর অধীনে ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Personal Interview) আগামী ১৮ই আগস্ট, ২০২৬ (মঙ্গলবার) থেকে অনুষ্ঠিত হবে।

এ প্রসঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে. ১৪.১২.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীদের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের কল লেটার ডাক বিভাগের মাধ্যমে যথাসময়ে প্রার্থীদের নিকট পাঠানো হচ্ছে। কোনো প্রার্থী ডাকযোগে কল লেটার নির্ধারিত সময়ে না পেলে, তিনি বৈধ পরিচয়পত্রসহ ব্যক্তিগতভাবে Fire Recruitment Board, Tripura (FRBT) -এর কার্যালয়, ত্রিপুরা অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী, আগরতলা থেকে কল লেটার সংগ্রহ করতে পারবেন।

সকল প্রার্থীকে কল লেটারে উল্লিখিত নির্দেশাবলী, শর্তাবলী ও নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যের জন্য বিভাগীয় ওয়েবসাইট https://fireservice. tripura.gov.in/ পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোনো অনিবার্য পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, Fire Recruitment Board, Tripura (FRBT), ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের তারিখ পরিবর্তন, স্থগিত অথবা পুনঃনির্ধারণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

-Sd-
MEMBER SECRETARY
FIRE RECRUITMENT BOARD, TRIPURA (FRBT)
Tripura, Agartala

ICA/D-706/26

পিওকে-তে বিক্ষোভের আবহে সংবাদমাধ্যমের উপর দমন-পীড়নের অভিযোগ, উদ্বেগ প্রকাশ আন্তর্জাতিক সংগঠনের

নিউ ইয়র্ক, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) চলমান অস্থিরতার মধ্যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সুরক্ষা সংগঠন কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)। সংগঠনটির অভিযোগ, ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবায় বিধিনিষেধ, সংবাদ সংগ্রহে বাধা, সাংবাদিকদের আটক এবং নিখোঁজ হওয়ার মতো ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। সিপিজে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন বন্ধ করা, তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ পুনর্বহাল করা এবং স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশনের পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।সংগঠনটির দাবি, স্বাধীন কাশ্মীরি সাংবাদিক সৈয়দ ফারহাদ আলি শাহ বিক্ষোভের খবর প্রকাশের কারণে এখনও আটক রয়েছেন। ২৮ জুলাই বাঘ জেলায় অনশন শুরু করার পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। সিপিজে তাঁর দ্রুত চিকিৎসা এবং অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়েছে।এছাড়া সাংবাদিক রাজি তাহির এবং মহম্মদ সইফ ১ আগস্ট পুলিশের পোশাক পরা কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ বলে অভিযোগ করেছে সংগঠনটি। সিপিজে-র বক্তব্য, তাঁরা যদি সরকারি হেফাজতে থাকেন, তবে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের তা স্বীকার করা, আইনসম্মত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং দ্রুত তাঁদের মুক্তি দেওয়া উচিত।

সিপিজে আরও জানিয়েছে, ১ আগস্ট পিওকে থেকে প্রতিবেদন প্রকাশের পর পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা-র ওয়েবসাইটে প্রবেশে সমস্যা হচ্ছে বলে বহু সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারী অভিযোগ করেছেন। এর জেরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, ইন্টারনেটে বিধিনিষেধ এবং সাধারণ মানুষের স্বাধীন তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।সংগঠনটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, গত ৫ জুন থেকে পিওকে-র বিভিন্ন এলাকায় আংশিক ইন্টারনেট বিভ্রাট এবং কঠোর টেলিযোগাযোগ বিধিনিষেধ কার্যকর রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।এদিকে, পিওকে-তে বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে গত কয়েক দিনে ৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং শতাধিক আহত হয়েছেন। তবে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও বেশি হতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে।সিপিজে-র মতে, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইটে প্রবেশে বাধা, ইন্টারনেট পরিষেবায় বিধিনিষেধ এবং অস্থিরতার সময় সংবাদ পরিবেশনে বাধাএসব বিষয় রাজনৈতিক সংকটের সময় স্বচ্ছতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন তথ্যপ্রবাহ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।

পিওকে-তে বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা চরমে, নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালানোর অভিযোগ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে

ইসলামাবাদ, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। মঙ্গলবার জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি) অভিযোগ করেছে, বাঘ জেলায় নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী সরাসরি গুলি চালিয়েছে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে।

জেএএসি-র আরও অভিযোগ, মুজাফরাবাদ জেলার মাকরি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ মানুষের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সংগঠনের দাবি, গত কয়েক দিনে পিওকে-র বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং শতাধিক আহত হয়েছেন।

জেএএসি রাষ্ট্রপুঞ্জ, রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দফতর (ওএইচসিএইচআর), আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাছে পরিস্থিতির উপর নজরদারি বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে। একইসঙ্গে, নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের অভিযোগে অবিলম্বে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের জবাবদিহির দাবিও জানানো হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম ''এক্স''-এ প্রকাশিত এক পোস্টে জেএএসি দাবি করেছে, 'বাঘ জেলায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করছে। আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জ, ওএইচসিএইচআর, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাছে জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

অন্য একটি পোস্টে সংগঠনটি দাবি করেছে, 'মুজাফরাবাদের মাকরি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ মানুষের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। এই ঘটনার নথিভুক্তকরণ, স্বাধীন তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।'

এদিকে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও পিওকে-তে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর বলপ্রয়োগের অভিযোগে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

সংগঠনটির মতে, রাওয়ালাকোট-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে যে খবর সামনে আসছে, তা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের 'বেআইনি সহিংসতা' ব্যবহারের ধারারই প্রতিফলন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আরও বলেছে, দ্রুত স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্ত শুরু করা উচিত। পাশাপাশি ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা বন্ধ থাকায় ঘটনাস্থলের প্রকৃত পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলেও উল্লেখ করেছে।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত অভিযোগগুলি জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি, দোকান

● **প্রথম পাতার পর**

মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চালক মদ্যপ ছিলেন কি না, তা তদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি ও মোটরসাইকেল চালানোর ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের আরও কঠোর নজরদারি এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

২০১৯ সাল থেকে ৩৬ দেশ থেকে ২৭৪ পলাতক অভিযুক্তকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): ২০১৯ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত বিশ্বের ৩৬টি দেশ থেকে মোট ২৭৪ জন পলাতক অপরাধীকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশনায় আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তের ফলে এই সাফল্য এসেছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এমএইচএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আগের সরকারগুলির রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছিল। মোদি সরকার পলাতক অপরাধীদের প্রত্যর্পণকে 'জাতীয় অগ্রাধিকার'-এর মর্যাদা দিয়েছে। অমিত শাহের মতে, পলাতক অপরাধীদের বিষয়টি দেশের সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলা এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।মন্ত্রকের দাবি, এই অভিযানের ভিত্তি তিনটি মূল স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং কৌশলগত কূটনীতি। সরকার জানিয়েছে, পলাতক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডার্স অ্যাক্ট, ২০১৮, ২০১৯ সালের এনআইএ আইন ও ইউএপিএ সংশোধন এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারার মাধ্যমে অনুপস্থিতিতেও বিচার চালানোর বিধান কার্যকর করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে চালু করা হয় 'ভারতপোল', যা ইন্টারপোলের সঙ্গে ১,৪০০-রও বেশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে সংযুক্ত করেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে তথ্য আদান-প্রদানের সময় কমে তিন থেকে দশ দিনের মধ্যে নেমে এসেছে বলে দাবি সরকারের। ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিস জারির সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২২ সালে যেখানে ৪০টি নোটিস জারি হয়েছিল, সেখানে ২০২৩ সালে তা বেড়ে ১০০, ২০২৪ সালে ১০৭, ২০২৫ সালে ১১২ এবং ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ১৮২টি নোটিস জারি হয়েছে। গত তিন বছরে মোট ৪০১ জন পলাতক অপরাধীর বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি করা হয়েছে।সরকারের দাবি, 'অপারেশন ত্রিশূল'-এর মাধ্যমে স্যাটেলাইট তথ্য, নজরদারি ব্যবস্থা, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট এবং প্রোফাইল ম্যাপিং ব্যবহার করে বিদেশে পরিচয় বদলে আত্মগোপন করা অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া দ্রুত করতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়েরও ব্যবহার করা হচ্ছে।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)- এর আওতায় পলাতক অপরাধীদের ১৭,৮৭৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সময়ে ৭৬২ কোটি টাকার সম্পদ পুনরুদ্ধারও করা হয়েছে।সরকারের দাবি, যাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধ, আর্থিক জালিয়াতি, মাদক পাচার, খুন, ধর্ষণ এবং পকসো আইনের অধীনে বিভিন্ন মামলা রয়েছে।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, খালিস্তানপন্থী উগ্রবাদ, গ্যাংস্টার-সন্ত্রাসবাদ যোগসাজশ, সাইবার প্রতারণা, জাল নোট চক্র এবং মাদক পাচারের মতো মামলাতেও এই অভিযান চালানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাহাউর হুসেন রানার প্রত্যর্পণকে ভারতের আইনি ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবেও উল্লেখ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।মন্ত্রকের মতে, গোটা অভিযানে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি), সিবিআই, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র), এনআইএ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), বিদেশ মন্ত্রক, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি), ডিরেক্টরেট জেনারেল অব জিএসটি ইন্টেলিজেন্স (ডিজিজিআই) এবং বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ যৌথভাবে কাজ করেছে। এছাড়া ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মাল্টি এজেন্সি সেন্টারের (এমএসি) অধীনে একটি স্ট্যান্ডিং ফোকাস গ্রুপ গঠন করে পলাতক অপরাধীদের খোঁজ ও প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত সমন্বয় আরও জোরদার করা হয়েছে।

কের পূজা

● **প্রথম পাতার পর**

সংস্কার কোনো কারণে কেউ ভঙ্গ করলে চন্তাই মহারাজ তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন। আজকাল কের পূজার সস্কার ও বিধিনিষেধ বলবৎ থাকে পুজাস্থল সহ তার বাইরে বিরাট এলাকা জুড়ে। অবশ্য কের পূজার নিয়ম-কানুনের এই গন্ডি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের পশ্চিম দিকের একটি অংশের মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ। নির্ধারিত ওই এলাকায় লোক জনের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই সময়ে। রাজবাড়ির বাইরের শহরের নির্দিষ্ট একটি বলয়ের মধ্যেও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে রাত ১০টা থেকে সকাল ৫ টা পর্যন্ত। ওই সব স্থানে বসবাসকারী লোকজনদের ওই সময়কালে বাড়ি থেকে বেরুতে নিষেধ থাকে। এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে কের পূজার প্রথম ৩২ ঘন্টার সময়কালের জন্য। আরো নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি-কে কের পূজার ওই এলাকায় থাকতে দেওয়া হয় না। তেমনি, ওই অঞ্চলে সেসময় কোনো অন্তস্বত্বা মহিলা থাকলে, কের পূজার পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁকে ওই সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর সম্ভাবনা, যা পূজার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে, তা রোধ করতেই ওই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় বলে জানা যায়। রাজ পরিবারের সদস্য ও মহারাজার আত্মীয়-স্বজন জুতো পরেন না। এই সময় তাঁদেরকে খালি পায়ে থাকতে হয়। এমনকি, ছাতা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। আদিভৌতিক শক্তিকে তুষ্ট করতে এই সময়কালে কোনো রকম বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান, নৃত্য, সঙ্গীত, গান-বাজনা করা নিষিদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র চন্তাইয়ের সহকারিরার সমবেত স্তোত্র পাঠ করতে পারেন।

চন্তাই বিশ্বাস করেন, কের পূজার এই বিধিনিষেধ অমান্য করলে অশুভ শক্তিকে আহ্বান করা হয় এবং পূজার পবিত্রতা তাতে অশুচি হয়। কের পূজার দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পর আগের দিন চন্তাই জিপ গাড়ি চড়ে পূজা স্থলে আসেন।তখন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্যাদা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে থাকেন রাজকর্মচারীরা ও ত্রিপুরা সরকারের দেবস্থান পরিচালন কমিটির কর্মচারীরা। যারা চন্তাই ও তার সহকারীদের খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। পূজা শুরু হয় কামানের গোলা ফাটিয়ে। নাগরিকদের পূজা শুরুর বার্তা জানাতেই এটা করা হয়। এবং পূজার যাবতীয় উপাচার শুরু হয়ে যায়। পূজা শেষ হলেও তেমনি গোলা ফাটানো হয়।

পরদিন ভোরকালে চন্তাই রাজকীয় পোশাক পরে আসেন পুজাস্থলে। তাঁর মাথায় থাকে পাগড়ি, গায়ে রঙিন ঝুলুলে জামা, সাদা ঢিলা কোমরবন্ধ এবং স্বর্ণালী সুতোর তাগা। এই পরিচ্ছদের প্রতিকী অর্থ হলো উপাস্য দেবতা এগুলোর মধ্যেই নিহিত। চন্তাই এরপর তার সহকারীদের নিয়ে এবং পেছনে সরকারী ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে মানিক্য শাসনের হাতির দাঁত ও রুপো দিয়ে তৈরী প্রাচীন সিংহাসনের কাছে গিয়ে সম্মান জানান।

এর পর তাঁরা রাজবাড়ির ভেতর রাখা মঙ্গলচন্ডি দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান। এর পর তাঁদের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সদর দেওরি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নির্ধারিত পবিত্র স্থানের দিকে রওয়ানা করা হয়। ওই পবিত্র স্থান হচ্ছে, আয়তাকার এক খন্ড ভূমি, যা কের পূজার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুত করে রাখা হয় আগে থেকেই। ওই আয়তাকার ভূমি খন্ডের প্রত্যেক কোনায় সবুজ বাঁশ গাছের খন্ড পুঁতা হয়।এই বাঁশ গাছগুলি উপাস্য দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের প্রতিক হিসেবে দেখা হয়উ বাঁশের দন্ড গুলির এক একটার এক রক রকম আকৃতি এবং প্রত্যেকটি ফুল দিয়ে মুড়ানো থাকে। এদের উপর একটি জ্যামিতিক আকৃতিতে একটি চাঁদোয়া আটকানো হয়। বাইরের দিক থেকে মন্দিরের সদৃশ এই সজ্জা। চন্তাই ও সহকারীরা উচ্চস্বরে অজানা ভাষায় স্তোত্র উচারণ করতে থাকেন।যা জনসাধারনকে অশুভ প্রভাব থেকে পরিত্রান করে বলে বিশ্বাস। চন্তাই পুজাস্থলে, বাঁশেবাঁশ ঘসে আগুন জ্বালান, পূজার পর ওই আগুনের ভস্ম উপজাতি, অ-উপজাতি লোক-জনেরা ঘরে নিয়ে যান। তারা বিশ্বাস করেন, ওই ভস্ম পরিবারে কল্যাণ করে, অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। পশু, পাখির বলি দেওয়াও এই পূজার অন্যতম উপাচার।

ত্রিপুরার রাজবাড়ি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও পুরান হাবেলিতে কের পূজা যেমন করা হয়, তেমনি উপজাতি সাধারণ মানুষ ফসল রোপনের পর গ্রামে গ্রামে সামাজিকভাবে এই পূজা করেন।

নতুন নির্দেশ

● **প্রথম পাতার পর**

সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষগুলিকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং প্রতারিত অর্থ পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে। শুনানিতে আদালত জানায়, ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে ডিজিটাল অ্যারেস্ট সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৪ সালে যেখানে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ১,২৩,৬৭২, তা ২০২৫ সালে কমে দাঁড়ায় ৫৮,২৪৯-এ। ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অভিযোগের সংখ্যা আরও কমে ১৬,৩৭৭ হয়েছে।আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে এই ইতিবাচক প্রবণতা বজায় রাখতে ধারাবাহিক নজরদারি অত্যন্ত জরুরি। বেঞ্চ আরও মন্তব্য করে, এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসনীয় হলেও বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলির আরও বিস্তৃত প্রয়োগ, দ্রুত বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর। এক প্রবীণ দম্পতি 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণার মাধ্যমে তাঁদের আজীবনের সঞ্চয় হারানোর অভিযোগ জানালে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলার শুনানি শুরু করে।এর আগে ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ডিজিটাল অ্যারেস্ট সংক্রান্ত তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে দেয়। একই সঙ্গে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ও বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীকে তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ, সর্বভারতীয় তদন্তে রাজ্যগুলিকে সহায়তার আহ্বান এবং মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও সিম কার্ডের অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।পরে ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি আদালত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রতারিত অর্থ ফেরতের জন্য অভিন্ন এসওপি কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অস্থায়ী ডেবিট হোল্ড সংক্রান্ত এসওপি চূড়ান্ত করতে আরবিআইকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রতারণার শিকারদের জন্য ক্ষতিপূরণ কাঠামো তৈরির আহ্বান জানানো হয়।

বিজেপি সভাপতির

● **প্রথম পাতার পর**

করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান তিনি।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক দেবরায় বিজেপির আদর্শ, নীতি এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এরপর বিকেল প্রায় ৫টায় জোয়ালি খামার এলাকায় নবনির্মিত বিজেপির একটি দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন তিনি। ফিতা কেটে কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

দিনের শেষ কর্মসূচি হিসেবে সন্ধ্যা প্রায় ৬টায় সিমসিমা এলাকায় আরও একটি নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। এ সময় তিনি বলেন, তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সাংগঠনিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।এদিনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্র জমাতিয়া, গোমতী জেলার সহ-সভাপতি উত্তম দে, ৩২ মাতাবাড়ি মণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মারাক, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাসসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও স্থানীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে কর্মসূচিগুলি সম্পন্ন হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনগুলিতেও সংগঠন বিস্তার এবং জনসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার জিআই নিবন্ধনের লক্ষ্য ভারতের, এফটিএ-র মাধ্যমে বাড়বে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) নিবন্ধনের লক্ষ্য নিয়েছে ভারত। একই সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)-র মাধ্যমে দেশের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি সরকারি তথ্যপত্রে জানানো হয়েছে।

তথ্যপত্র অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে ৮০০-রও বেশি জিআই-নিবন্ধিত পণ্য রয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে ৬০৭টি জিআই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। গত এক দশকে জিআই-র অনুমোদিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৬৫ থেকে বেড়ে ২৯ হাজারে পৌঁছেছে (জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত)।

২০২৫ সালের সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, জিআই আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার ফি ৮০ শতাংশ কমানো হয়েছে। পাশাপাশি, জিআই ট্যাগ নবীকরণের ফি ৩,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। সরকারের মতে, জিআই ট্যাগ কোনও পণ্যের উৎস ও স্বকীয়তার প্রমাণ দেয়, অন্যদিকে এফটিএ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা কমিয়ে রপ্তানির সুযোগ বাড়ায়। ফলে জিআই-যুক্ত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই ভারতের বাণিজ্য আলোচনায় জিআই এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

তথ্যপত্রে বলা হয়েছে, জিআই ট্যাগ ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও কারুশিল্প সংরক্ষণ, অপব্যবহার রোধ এবং ভোক্তাদের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে কারিগর, তাঁতি, কৃষক এবং উৎপাদক গোষ্ঠীগুলি বাজারে অধিক স্বীকৃতি পান এবং প্রিমিয়াম বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়।

সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, রপ্তানি প্রসার, পর্যটনের সঙ্গে সংযুক্তকরণ এবং বিপণনের জন্য বিশেষ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলে জিআই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। এর ফলে জিআই-স্বীকৃত পণ্য গ্রামীণ উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে।

তথ্যপত্রে উদাহরণ হিসেবে কর্নাটকের চান্নাপাটনার কাঠের খেলনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ২০০৬ সালে জিআই স্বীকৃতি পায়। শুধুমাত্র চান্নাপাটনা অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী ল্যাকার শিল্পের মাধ্যমে তৈরি কাঠের খেলনাই এই স্বীকৃতির আওতায় পড়ে। এই স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট কারিগরদের পণ্যের স্বকীয়তা রক্ষা করার পাশাপাশি বাজারমূল্যও বাড়াতে সাহায্য করে।

বস্ত্র মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, জিআই ট্যাগের ফলে গ্রামীণ কারিগরদের আয় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এছাড়া ক্রেতাদের আস্থা বৃদ্ধি, প্রিমিয়াম বাজারে প্রবেশ, দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পণ্যের মূল্য সংযোজনেও জিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতে বর্তমানে হস্তশিল্প, কৃষিপণ্য, উৎপাদিত পণ্য, খাদ্যপণ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-সহ বিভিন্ন শ্রেণির অসংখ্য জিআই-স্বীকৃত পণ্য রয়েছে, যা দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত ১২তম জাতীয় হ্যান্ডলুম সপ্তাহ, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ওপর জোর

আগরতলা, ৪ আগস্ট: ভারতের সমৃদ্ধ হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলা এবং এই খাতে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরির সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হলো ১২তম জাতীয় হ্যান্ডলুম সপ্তাহ।

ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন উইভার্স সার্ভিস সেন্টার, আগরতলা-র উদ্যোগে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ভবনের সম্মেলন কক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সমীর কুমার শীল, ত্রিপুরা সরকারের হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফ ও সেরিকালচার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা অজিত শুক্ল দাস, আইএএস, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা বলেন, দেশের হ্যান্ডলুম শিল্পকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প সংরক্ষণে উইভার্স সার্ভিস সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে দেশজুড়ে ২৯টি উইভার্স সার্ভিস সেন্টার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজ্য ও ক্লাস্টার পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজকে হ্যান্ডলুম শিল্পকে শুধু ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবেও বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়। বক্তাদের মতে, তরুণ উদ্যোক্তারাই ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও হস্তশিল্পকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে পারেন।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং ভারতের হ্যান্ডলুম ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও আগ্রহের পরিচয় দেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বস্ত্র মন্ত্রকের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডলুম)-এর বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে ছিল ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম ব্র্যান্ড, হ্যান্ডলুম মার্ক, উইভার্স মুদ্রা স্কিম এবং ই-ধাগা অ্যাপ।

জানানো হয়, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ক্লাস্টারের প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়। ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম ব্র্যান্ড উচ্চমানের হ্যান্ডলুম পণ্যের প্রচার ও প্রসারে কাজ করছে, আর হ্যান্ডলুম মার্ক ক্রেতাদের কাছে পণ্যের আসলত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করে। পাশাপাশি উইভার্স মুদ্রা স্কিম তাঁতিদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করে এবং ই-ধাগা অ্যাপ-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুতা সংগ্রহের সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজকরা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প সংরক্ষণের পাশাপাশি তাঁতি ও কারুশিল্পীদের জন্য টেকসই অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সাংবাদিক পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে যুবক আটক, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৪ আগস্ট: নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে একটি বেকারি কারখানায় প্রবেশ এবং ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোনামুড়া থানাধীন তামসাবাড়ি এলাকায় ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আটক যুবকের নাম মফিজ মিয়া, বাড়ি রাঙ্গামাটিয়া এলাকায় বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তামসাবাড়ি এলাকার একটি বেকারি কারখানায় মালিকের অনুপস্থিতিতে মফিজ মিয়া নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে প্রবেশ করেন। অভিযোগ, তিনি কারখানার বিভিন্ন অংশ মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করেন এবং কর্মচারীদের কাছে কারখানার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি তিনি কারখানার মালিককে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথাও জানান।

পরবর্তীতে কারখানার মালিক ফোনে যোগাযোগ করলে অভিযুক্তকে কারখানার সামনে আসতে বলা হয়। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হন এবং তাঁর সাংবাদিক পরিচয় ও পরিচয়পত্র দেখতে চান। অভিযোগ, তিনি কোনো বৈধ সাংবাদিক পরিচয়পত্র বা সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি এবং কারখানায় প্রবেশের অনুমতি সম্পর্কেও সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন।

এরপর স্থানীয়রা তাঁকে আটক করে সোনামুড়া থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর কাছ থেকে কোনো বৈধ সংবাদমাধ্যমের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কারখানার মালিক দাবি করেন, তাঁদের কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা যথাযথভাবে বজায় রাখা হয় এবং খাদ্যের গুণগত মান নিয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কখনও কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

এদিকে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এ ধরনের ঘটনায় প্রকৃত সাংবাদিকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ হচ্ছে। তাঁর দাবি, সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণা বা ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ভারতের মাটি থেকে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছে বাংলাদেশের আবেদন

ঢাকা, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের কোনও নেতা, বিশেষ করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে না পারেন, সে বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। সোমবার ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে এই অনুরোধ জানান বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলো-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার বিকেলে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে হুমায়ুন কবির এই বিষয়টি উত্থাপন করেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সম্ভাব্য জনসমক্ষে ভাষণ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত খবরও বৈঠকে আলোচনায় আসে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ আশা করছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী লীগের কোনও সদস্য, বিশেষ করে পলাতক শেখ হাসিনা, যাতে ভারতের মাটি ব্যবহার করে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে না পারেন বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনও কার্যকলাপ চালাতে না পারেন, সে বিষয়ে ভারত সহযোগিতা করবে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের হাইকমিশনার এ বিষয়ে বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করবেন, প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেবেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

অন্যদিকে, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সৌজন্য সাক্ষাতে ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। ভারত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে কাজ করে দুই দেশের জনগণের উন্নয়নমূলক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানানো হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, বৈঠকে উভয় পক্ষই নিয়মিত সংলাপ ও গঠনমূলক আলোচনার গুরুত্বের ওপর জোর দেয় এবং পারস্পরিক আস্থা ও আলোচনার মাধ্যমে সব বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধানের আশা প্রকাশ করে।

জিজ্ঞাসাবাদের পর স্টেশন বেলে মুক্তি উদয়নিধি স্টালিন, উষ্ণ অভ্যর্থনা ডিএমকে কর্মীদের

চেন্নাই, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্টালিনকে মঙ্গলবার একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের পর স্টেশন বেলে মুক্তি দেয় পুলিশ। এর কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে ওই মামলার তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশের পরই তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। আদালত পুলিশকে নির্দেশ দেয়, মঙ্গলবারই জিজ্ঞাসাবাদ সম্পন্ন করে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।

তাঞ্জাভুর জেলার সেঙ্গীপট্টি থানায় পুলিশ সুপার সুন্দরাবতনমের উপস্থিতিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে উদয়নিধি স্টালিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর তাঁকে স্টেশন বেলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি প্রায় আট ঘণ্টা পুলিশ হেফাজতে ছিলেন।

প্রথমে পুলিশ তাঁকে তাঞ্জাভুর দক্ষিণ থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা করেছিল। তবে থানার বাইরে বিপুল সংখ্যক ডিএমকে কর্মী-সমর্থক জড়ো হওয়ায় তদন্তের স্থান পরিবর্তন করে সেঙ্গীপট্টি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রথমদিকে সেঙ্গীপট্টি থানায় জিজ্ঞাসাবাদের বিরোধিতা করেন উদয়নিধি স্টালিন। এমনকি তিনি পুলিশের গাড়ি থেকে নামতেও অস্বীকার করেছিলেন বলে জানা যায়। পরে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি থানায় প্রবেশ করেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করেন।

মুক্তি পাওয়ার পর থানার বাইরে উপস্থিত ডিএমকে কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। একটি খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন এবং তাঁদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এর আগে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আগে উদয়নিধি স্টালিনের আইনজীবী মাদ্রাজ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেন।

মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার আদালতকে জানায়, উদয়নিধি স্টালিনকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে স্টেশন বেল দেওয়া হবে বলেও আদালতকে জানানো হয়।

সরকারের এই বক্তব্য নথিভুক্ত করে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, মঙ্গলবারই জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ পরদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা যাবে না।

এদিকে, ডিএমকে সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিন পুলিশি পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, শাসক টিভিকে সরকার নিজেদের ব্যর্থতা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, বুধবার থেকে শুরু হওয়া রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলনেতাকে অংশ নিতে বাধা দিতেই তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

উদয়নিধি স্টালিনকে গ্রেফতারের পর ডিএমকে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে চেন্নাই থেকে তাঞ্জাভুরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন থানার বাইরে এবং একাধিক স্থানে দলীয় সমর্থকেরা প্রতিবাদে সামিল হন।

সন্ত শিরোমণি রবিদাস মহারাজের আদর্শ আজও সমান প্রাসঙ্গিক: জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ আগস্ট: সন্ত শিরোমণি রবিদাস মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার বিজেপির রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগে আখাউড়া রোডস্থিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠে কলস যাত্রা ও বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বহু মনীষী ও সমাজসংস্কারকের ইতিহাস দীর্ঘদিন সাধারণ মানুষের সামনে সেভাবে তুলে ধরা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমানে দেশের জন্য অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের জীবন ও কর্ম মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে, যার ফলে নতুন প্রজন্ম তাঁদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে।

তিনি বলেন, সন্ত শিরোমণি রবিদাস মহারাজ জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বার্তা দিয়েছিলেন। চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত একটি পরিবারে জন্ম নিয়েও তিনি তাঁর চিন্তাধারা, কবিতা ও বাণীর মাধ্যমে সমাজে মানবতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রবিদাস মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রদেশ বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল তাঁর জন্মভূমি থেকে পবিত্র মাটি সংগ্রহ করে এনেছে। মঙ্গলবার সেই মাটি কলস যাত্রার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, সদর জেলা বিজেপির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্যসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

ত্রিপুরায় বসছে ৩৯তম জাতীয় গেমসের জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা, প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

আগরতলা, ৪ আগস্ট: আগামী ৩৯তম জাতীয় গেমসের জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা ত্রিপুরায় আয়োজনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করেছে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলার এনএসআরসিসি -এর মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, পদ্মশ্রী ও অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, সম্পাদক সুজিত রায়সহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তারা। তাঁরা জানান, জাতীয় স্তরের এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় হকি দলের খেলোয়াড় নির্বাচনকে ঘিরে ওঠা অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গেও অ্যাসোসিয়েশনের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়। কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনেই কাজ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনো অবকাশ নেই। এছাড়াও রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন, প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিকাশ এবং জাতীয় গেমস সফলভাবে আয়োজনের বিভিন্ন দিক নিয়েও সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ত্রিপুরা জাতীয় ক্রীড়া মানচিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেবে।

২১ আগস্ট থেকে শুরু রাজ্য পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ, জোর প্রস্তুতি আয়োজকদের

আগরতলা, ৪ আগস্ট: আগামী ২১ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা রাজ্য পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে ত্রিপুরা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন।

মঙ্গলবার আগরতলার বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ত্রিপুরা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবেন। সুষ্ঠু ও সফলভাবে প্রতিযোগিতা আয়োজনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি স্কুলগুলোকে মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ আগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা এবং স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে রাজ্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সারা রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজধানী শহরের বড়দোয়ালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেন।

এই স্কুল পরিদর্শনের পর ডাঃ সাহা জানান, তাঁর লক্ষ্য হলো রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে গিয়ে বাস্তব চিত্র অনুধাবন করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রথম পরিদর্শন করা স্কুলগুলোর মধ্যে একটি বড়দোয়ালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যা তাঁর নিজস্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। মানুষ যখনই সরকারি স্কুলের কথা শোনে, তখন প্রায়শই একটি বিশেষ ধারণা তৈরি হয়। সরকার বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা সহ এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের দেওয়া বেতনের কাঠামো বহু বেসরকারি স্কুলের তুলনায় অনেক বেশি, তাই স্কুলগুলো যাতে গুণগত মান বজায় রাখে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

.মুখ্যমন্ত্রী বড়দোয়ালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উন্নত পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা এবং একটি ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ সহ একটি মডেল স্কুলে রূপান্তরিত করার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, স্কুলটিকে মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তোলার পর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এই উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে।

পড়াশোনা ও শিক্ষা তো চলতেই থাকবে, তবে স্কুলের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা এবং সামগ্রিক পরিবেশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভালো পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক উভয়ের জন্যই সহায়ক হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, এই পরিদর্শনের সময় স্কুলের প্রধান সকালের প্রার্থনার সময় শিক্ষার্থীদের রোদে দাঁড়িয়ে থাকার সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি আশ্বাস দেন যে এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা এবং শিক্ষাগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান আয়োজনের পরামর্শ দেন, যাতে তাদের মধ্যে চারপাশের পরিবেশ নিয়ে দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে। সব জায়গাতেই ভালো অভ্যাস গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষকদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আমি তাঁদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

এদিন পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীকে একটি সীমানা প্রাচীর এবং গ্যালারি নির্মাণ সহ চলমান পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে অবহিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তাঁর এই স্কুল পরিদর্শন শুধু নিজের কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; তিনি পুরো রাজ্য জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করবেন যাতে তাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত আটটি জেলায় নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার সম্প্রসারণ সহ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, নরসিংগড়ের মতো সুবিধা সহ পুনর্বাসন পরিষেবাগুলোকে আরও শক্তিশালী করার কথা বিবেচনা করছে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই ধরনের সরেজমিনে পরিদর্শন সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে এবং আরও ভালো উন্নয়নের জন্য কার্যকর সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

তেলিয়ামুড়ায় টোটো-বাইকের

● আটের পাতার পর

স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে গুরুতর আহত এক প্রবীণসহ তিনজনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত প্রবীণের নাম স্বপন চৌধুরী (৭৫)। এছাড়া মোটরসাইকেলে থাকা অপর দুই আহত ব্যক্তি হলেন ধনি দেববর্মা ও জ্যোতিষ দেববর্মা।

ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিন্ময়া সেবা ট্রাস্ট

● আটের পাতার পর

সেই কাজ বা সেবা করে যাচ্ছে চিন্ময়া মিশন। চিন্ময়া মিশনের শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠা সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সঠিক দিশায় চলতে হলে মনকে সঠিকভাবে চালিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিন্ময়া মিশনের শিক্ষা পদ্ধতি মনকে সঠিক দিশায় চালিত করা শিখায়। সনাতনী ভাবধারায় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে চিন্ময়া মিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই সনাতনী ভাবধারা সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। সেই সনাতনী শিক্ষা ও প্রসারের কাজটাই করে যাচ্ছে চিন্ময়া মিশন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে এটা আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষেরই মূল পরিচয় সে একজন মানুষ। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই গণ্য করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য আগে দেশের সেবা। একটা দেশ ও রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে ছাত্র ও যুব সমাজের সঠিক পথে চলা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। চিন্ময়া মিশনের শিক্ষা ও প্রচার ছাত্র ও যুব সমাজকে সঠিক দিশায় চলতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী চিন্ময়া মিশনের এই চিন্ময়া অমৃত যাত্রা সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুভকামনা জ্ঞাপন করেন। সাক্ষাৎকারকালে চিন্ময়া মিশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে বই উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া চিন্ময়া অমৃত যাত্রায় অংশগ্রহণকারী আগতরা তাদের অভিজ্ঞতার কথাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন চিন্ময় সেবা ট্রাস্ট ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক কেশব লাল রায়।

নাবালক বাইক চালকের ধাক্কায় প্রাণ

● আটের পাতার পর

প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্বপন চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার পর দুই নাবালককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নাবালকদের বাইক চালানো এবং সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, আইন থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নাবালকদের মোটরসাইকেল চালানো রোধে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায় না। তাঁদের দাবি, নাবালকদের হাতে মোটরসাইকেল তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়মিত নজরদারি জোরদার করা প্রয়োজন।

স্থানীয়দের আরও দাবি, বিদ্যালয়গুলির আশপাশে নজরদারি বৃদ্ধি, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযার্ন

● আটের পাতার পর

এছাড়াও জেলা স্তরের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে রাজ্যে আসবেন প্রদেশ বিজেপির প্রভারি রাজদীপ রায়, সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু, গুরু প্রকাশ পাসোয়ান, রাজকুমার শর্মা, হেমন্ত গোস্বামীসহ দলের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা।

তিনি আরও জানান, জেলা স্তরের প্রশিক্ষণ পর্বে মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে। প্রতিটি জেলা থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ জন প্রতিনিধি এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

দলের দাবি, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আদর্শগত চর্চা এবং কার্যকর জনসংযোগের লক্ষ্যে কর্মী ও পদাধিকারীদের আরও সুসংগঠিত করে তোলা হবে।

জিরানিয়া স্কুল ক্রিকেট : নেতাজি সুভাষ স্কুলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে রাণীরগাঁও ইংলিশ মিডিয়াম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট ।। জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন চূড়ান্ত রোমাঞ্চকর মোড়ে এসে পৌঁছেছে। টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় নেতাজি সুভাষ প্রগ্রেসিভ এইচএস স্কুলকে ১৪ রানের ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে পি এম শ্রী রানীরগাঁও ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল। রানির বাজার স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় রানীরগাঁও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তারা ২৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ৯৫ রান। জয়ের জন্য ৯৬ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে রানীরগাঁওয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে নেতাজি সুভাষ প্রগ্রেসিভ এইচএস স্কুল। শেষ পর্যন্ত ৩১.৩ ওভারে মাত্র ৮১ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস।বিজয়ী দল পি এম শ্রী রানীরগাঁও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জয়ের মূল কারিগর ছিলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। তিনি ব্যাট হাতে ৮৯ বলে ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৫ রান করার পাশাপাশি বল হাতেও তুলে নেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন। এছাড়া বোলিংয়ে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে রাজ দেবনাথ এবং অর্পণ দে যথাক্রমে ৪টি করে উইকেট শিকার করেন। এই জয়ের মাধ্যমে শেষ চারের লড়াই নিশ্চিত করেছে রানীরগাঁও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। উল্লেখ্য, এবারের টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে উন্নীত হওয়া অন্য তিনটি দল হলো সংহতি বিদ্যামন্দির, রানির বাজার বিদ্যামন্দির এবং ওল্ড আগরতলা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে জয় অব্যাহত স্পোর্টস স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের ২৮তম ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে তারা ৪-১ গোলের ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করে। ম্যাচের ১০ মিনিটে বিশাল জমাতিয়ার গোলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন শুরুতে এগিয়ে গেলেও পরবর্তীতে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে স্পোর্টস স্কুল। দলের পক্ষে রেফ্রু ছাই মগ ৩৪ ও ৬৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন, পাশাপাশি বং লাল ঋল হালাম ৪৩ মিনিটে এবং সমীর জমাতিয়া ৪৮ মিনিটে একটি করে গোল করেন। খেলা চলাকালীন স্পোর্টস স্কুলের রাজিব সিংহ (৪৯ মি.) এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের রাজেশ জমাতিয়া (৬৫ মি.) হলুদ কার্ড দেখেন। ম্যাচটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি রক্তিম সাহা, সত্যজিৎ দেব রায়, সুশান্ত দাস ও পল্লব চক্রবর্তী। চলতি টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের এটি দ্বিতীয় জয়; তারা প্রথম খেলায় মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করার পর পর পরপর দুটি ম্যাচে নবোদয় সংঘের কাছে ১-২ ও সরোজ সংঘের কাছে ০-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল। এরপর পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র রেখে পঞ্চম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল তারা। অন্যদিকে, ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের টুর্নামেন্টের শুরুটা হয় ত্রিবেণী সংঘের কাছে ২-৪ গোলের হার দিয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ গোলে হারালেও পরবর্তীতে বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে ১-৪ হার, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ১-১ ড্র, নবোদয় সংঘের কাছে ০-২ হার এবং ষষ্ঠ ম্যাচে মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছিল তারা।

ব্লাড মাউথ ও তরুণ সংঘের মধ্যে আজ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের শিরোপা লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি আগামীকাল, বুধবার সকাল দশটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। এই খেতাবের লড়াইয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হবে শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং তরুণ সংঘ। টুর্নামেন্টের দুটি পৃথক গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দল দুটি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এখন ফাইনালিস্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আগে সেমিফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ২৬ রানের ব্যবধানে কসমোপলিটন ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়, অন্যদিকে অপর সেমিফাইনালে তরুণ সংঘ ৩ উইকেটের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র অর্জন করে।ব্লাড মাউথ ক্লাবের সামনে এবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় মুকুট জয়ের এক দুর্দান্ত হাতছানি রয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৯ জুন অনুষ্ঠিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালেও এই ব্লাড মাউথ ক্লাব ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিজেদের করে নিয়েছিল। এখন দেখার বিষয়, টি-টোয়েন্টির এই রোমাঞ্চকর ফাইনালে তরুণ সংঘকে টপকে ব্লাড মাউথ ক্লাব তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারে কি না, কিংবা তরুণ সংঘের দল কোনো অঘটন ঘটিয়ে ট্রফি ঘরে তোলে কি না।

৩৯তম জাতীয় গেমসের জিমন্যাস্টিকস আসর ত্রিপুরায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট ।। জাতীয় হকি খেলায় খেলোয়াড় নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু অনিয়ম ও অভিযোগের বিষয়ে এবং আগামী ৩৯তম জাতীয় গেমসের জিমন্যাস্টিকস আসর ত্রিপুরায় আয়োজন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। এন.এস.আব.সি.সি.-র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্রেস মিটে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানীয় সভাপতি তথা বিশিষ্ট পদ্মশ্রী ও অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার এবং সংস্থার সম্পাদক সুজিত রায় সহ অন্যান্য কার্যকর্তাগণ।সাম্প্রতিক হকি বিতর্ক এবং রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিষ্কার অবস্থান তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, আগামী ৩৯তম জাতীয় গেমসের জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা ত্রিপুরায় সফলভাবে সম্পন্ন করার প্রস্তুতি ও রূপরেখা নিয়েও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কর্মকর্তারা। রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অলিম্পিক আন্দোলনকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে এই সাংবাদিক সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া মহল।

বিপদে পড়তেই ট্রাম্পের শরণে ইনফান্তিনো ! গদি বাঁচাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাহায্য চাইছেন ফিফা সভাপতি

বিশ্বকাপের আয়োজন ঘিরে গত কয়েক বছরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর। পদ বাঁচানোর লক্ষ্যে আবার সেই ট্রাম্পেরই শরণাপন্ন হলেন তিনি। জানা গিয়েছে, তাঁকে পদ থেকে সরানোর জন্য যে উদ্যোগ চারদিকে তৈরি হচ্ছে তা থেকে বাঁচতে ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমর্থন চাইছেন ইনফান্তিনো। আমেরিকার সংবাদমাধ্যম 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট' এক প্রতিবেদনে এই কথা জানিয়েছে। তাদের দাবি, আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়োর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথনের ব্যবস্থা করেছেন ইনফান্তিনো। সেখানেই প্রকাশ্যে সাহায্য চাইতে পারেন তিনি। এক সূত্র বলেছেন, ''উনি বিদেশসচিবের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে আগ্রহী। কী ভাবে ফুটবলকে নরম শক্তি হিসাবে কাজে লাগাতে পারে আমেরিকা তাই নিয়ে কথা হতে পারে। তবে আমরা সকলেই জানি উনি চাকরিতে সুরক্ষা পেতে চাইছেন। আর কিছু নিয়ে আলোচনা হবে বলে মনে হয় না।''দ্বিতীয় এক সূত্রের দাবি, যে ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে লাগাতার সংবাদমাধ্যমে আক্রমণ চলছে, তাতে নিজেকে 'বিচ্ছিন্ন' মনে করছেন ইনফান্তিনো। তাই উনি এমন কোনও বন্ধুকে চান যিনি প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারেন। ট্রাম্পের থেকে এই কাজ ভাল করে কেউ করতে পারবে না বলে মনে করেন তিনি।বিশ্বকাপ বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা শুরুর পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে সুর চড়ছে। সেই পরিকল্পনা প্রত্যাহারের পর থেকেই ট্রাম্পের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন ইনফান্তিনো। এখনও সফল হননি। তাই রুবিয়োর মারফত ট্রাম্পের কানে নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছেন।

শৈল দাসের প্রয়াণ বার্ষিকীতে উদীয়মান খেলোয়াড়দের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। যথাযথ মর্যাদায় আগরতলায় পালিত হলো স্বর্গীয়া শৈল দাসের তৃতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী। এ উপলক্ষে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার শুরুতে উপস্থিত সকলে প্রয়াতের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। অনুষ্ঠানে স্বর্গীয়া শৈল দাসের জীবনাদর্শ ও সমাজের প্রতি তাঁর নানা অবদানের কথা স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত স্মারক বক্তব্য রাখেন তাঁর স্বামী ভোলানাথ মোদক এবং কন্যা ডঃ অপরাজিতা মোদক। স্মরণানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে প্রয়াতের পরিবারের পক্ষ থেকে নবগ্রাম ডেডিকেটেড কোচিং সেন্টারের ৭৫ জন উদীয়মান খেলোয়াড়ের হাতে ক্রীড়া সামগ্রী ও জলখাবার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াতের স্বামী ভোলানাথ মোদক, কন্যা ডঃ অপরাজিতা মোদক এবং নাতি ঈশান। পরিশেষে প্রয়াতের ভাই অমিয় কুমার দাস সহ পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল অতিথি, খেলোয়াড়, শুভানুধ্যায়ী এবং কোচিং সেন্টারের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

নিজদেশে অবহেলার জন্যই কমনওয়েলথে ব্যর্থ নাদিম ?

গ্লাসগোয় কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালে আরশাদ নাদিমকে দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। দু'বছর আগে অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাকিস্তানের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে কেমন যেন ক্লান্ত-অবসন্ন লাগছিল। তাঁকে কেন এত ম্রিয়মাণ মনে হয়েছে? প্রকাশ্যে এসেছে কারণ। অভিযোগের তির পাকিস্তানের ক্রীড়া প্রশাসনের দিকেই। বলা ভালো, নিজদেশের কাছেই যেন 'হেরে' গেলেন নাদিম।

গ্লাসগোয় ১৫ ডিগ্রিরও কম তাপমাত্রায় প্রতিযোগিতা হয়েছে। জ্যাভলিনে এমন আবহাওয়ার জন্য আলাদা প্রস্তুতি প্রয়োজন। কিন্তু নাদিমকে পুরো প্রস্তুতি নিতে হয়েছে লাহোরের গরম আবহাওয়ায়। ফলে প্রতিযোগিতার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর কাছে। অন্যদিকে ভারতের নীরজ চোপড়া কমনওয়েলথের আগে অনুশীলন করেছেন সুইজারল্যান্ডে। যশবীর সিং পোল্যান্ডে। গ্লাসগোর আবহাওয়ার সঙ্গে মিল থাকায় সেই প্রস্তুতির সুফলও পেয়েছেন তাঁরা। নীরজ জিতেছেন রুপো। যশবীর ব্রোঞ্জ।

অভিযোগ, অলিম্পিক্সে দেশের হয়ে একমাত্র ব্যক্তিগত সোনা জেতার পরেও নাদিমকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়নি পাকিস্তান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন। ফেডারেশনের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরেই নাকি বিদেশে অনুশীলনের সুযোগ পাননি তিনি। অলিম্পিকের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ টেরসিউস লিউবেংবার্গের অধীনে প্রস্তুতি নিলেও কমনওয়েলথের আগে তাঁকে স্থানীয় কোচ সলমন বাটের অধীনেই অনুশীলন করতে হয়েছে। বিদেশি কোচ বা বিদেশে প্রস্তুতির জন্যও কোনও আর্থিক সহায়তা মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। পাকিস্তানের অলিম্পিক পদকজয়ী প্রাক্তন অ্যাথলিট হুসেন শাহ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ''গ্রাম থেকে উঠে এসে সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতায় ও পাকিস্তানকে সাফল্য এনে দিয়েছে। তাকে কমনওয়েলথের প্রস্তুতির ন্যূনতম সুবিধাও দেওয়া গেল না। এটাই আমাদের দেশের খেলাধুলোর করুণ ছবি।'' শুধু নাদিম নন, এবারের কমনওয়েলথে পাকিস্তানের প্রথম মহিলা পদকজয়ী ফাতিমা জেহরাও ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা পেলে ব্রোঞ্জ নয়, সোনার জন্যও লড়াই করতে পারতেন।

ডিসেম্বরেই কি অবসর নিতে পারেন নেইমার

ক্যারিয়ারের পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার। সান্তোসের সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ডিসেম্বরে। এরপর ক্লাবে থাকবেন, অন্য কোথাও যাবেন, নাকি ফুটবলকেই বিদায় জানাবেন, সেই সিদ্ধান্ত তখনই নেবেন বলে জানিয়েছেন নেইমার। এমনকি ২০২৭ সালে অবসরের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি ব্রাজিলিয়ান তারকা।

গতকাল সোমবার সাও পাওলোতে নেইমার জুনিয়র ইনস্টিটিউটের দাতব্য নিলামে যোগ দিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেইমার বলেন, 'আমি জানি না আর কত দিন খেলব। অবসর নেওয়ার কথা এখনো ভাবিনি, তবে কত দিন খেলতে পারব, সেটাও জানি না। ডিসেম্বর পর্যন্ত সান্তোসের সঙ্গে আমার চুক্তি আছে। আমি চুক্তির মেয়াদ পূরণ করতে চাই, সান্তোসের জার্সির মর্যাদা রাখতে চাই। এরপর সিদ্ধান্ত নেবসান্তোসে থাকব, অন্য কোথাও যাব, খেলা ছেড়ে দেব, নাকি চালিয়ে যাব।'

৩৪ বছর বয়সী নেইমার আরও বলেন, 'ডিসেম্বর আসতে এখনো অনেক সময় বাকি। তাই এক ম্যাচ করে এগোতে চাই। শারীরিকভাবে আমি ভালো অনুভব করছি, আর সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

আজ সকালে বেলেমে গিয়ে সান্তোস দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে নেইমারের। সেখানে কোপা দো ব্রাজিলের শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে রেমোর মুখোমুখি হবে সান্তোস। প্রথম লেগ গোলশূন্য ড্র হওয়ায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে এই ম্যাচে জিততেই হবে সান্তোসকে।

নেইমার জানিয়েছেন, এই ম্যাচে খেলার জন্য তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত। মজার ছলে তিনি বলেন, 'সান্তোসে কী হবে, সেটা খেলোয়াড় জানার আগেই সংবাদমাধ্যমে বেরিয়ে যায়। সাংবাদিকেরা তো আগেই লিখে ফেলেছেন আমি বেঞ্চে থাকব। তবে আমি কোচের জন্য শতভাগ প্রস্তুত। সুযোগ পেলে মাঠে নেমে দলকে জিততে সাহায্য করতে চাই।'

ব্রাজিল জাতীয় দল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন নেইমার। গত ২৯ জুলাই কোপা সুদামেরিকানা নকআউট প্লে---অফ ম্যাচের পর মিক্সড জোনে ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বোচ্চ এ গোলদাতা বলেন, 'জাতীয় দলে আমার সময় শেষ হয়েছে।ইতিহাস গড়েছি, সুখী ছিলাম। নিজের জীবন, রক্তসবই দিয়েছি। হলুদ জার্সিতে সব সময় লড়াই করেছি। কিন্তু এখন আর এসব চাই না।' তার আগে বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পরও নেইমার জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছার কথা জানান।

কিন্তু নেইমারের বাবা নেইমার সান্তোস সিনিয়রের দাবি, ছেলের সেই বক্তব্যকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। দাতব্য নিলামে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'অনেকে ভুল বুঝেছেন। নেইমার বলেছে, 'আমার মনে হয়, এখানেই শেষ।' এটা তার বর্তমান অনুভূতি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। আমরা তো মাত্র একটি কঠিন বিশ্বকাপ শেষ করেছি। পরের বিশ্বকাপ হতে এখনো চার বছর বাকি। এত আগে সে কীভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানাবে?'

নেইমার সিনিয়র যোগ করেন, 'নেইমার সব সময় নিজের মনের কথাই বলে। এ মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে জাতীয় দলের অধ্যায় শেষ হতে পারে। কিন্তু সেটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নয়, কেবল তার বর্তমান ভাবনা।'বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় নরওয়ের কাছে হেরে বিদায়। ব্রাজিলের মতো ফুটবলপাগল দেশের স্বপ্ন আর আকাশচুম্বী প্রত্যাশার বিচারে এটাকে বিশাল ব্যর্থতাই বলা চলে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই বিদায়ের পর চারদিকে সমালোচনার ঝড় উঠলেও কোচ কার্লো আনচেলত্তির ওপর আস্থা হারাচ্ছে না ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। ইতালিয়ান এই মাস্টারমাইন্ড নিজেও চান এই বিপর্যয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে। ২০৩০ বিশ্বকাপ সামনে রেখে তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে নতুন করে দল গড়তে চান ব্রাজিল কোচ।

বিশ্বকাপের পর ছুটি শেষে গত মঙ্গলবার রিও ডি জেনিরোতে পৌঁছান আনচেলত্তি। সেখানে পৌঁছেই সিবিএফের জাতীয় দল বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা এই কোচ। আপাতত সামনে আন্তর্জাতিক সূচি, আগামী সেপ্টেম্বরেই ব্রাজিল খেলবে তিনটি প্রীতি ম্যাচ। নভেম্বরে আরও দুটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে তাদের। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ২০৩০ বিশ্বকাপের জন্য লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই। এরপর ২০২৮ সালে কোপা আমেরিকা।

নতুন করে ব্রাজিল দল গড়া নিয়ে স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক 'এএস'কে আনচেলত্তি বলেছেন, 'একেবারে তরুণদের পরখ করে আমরা এক নতুন সেলেসাও তৈরির কাজ শুরু করব। তবে তার মানে এই নয় যে সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে খেলা অভিজ্ঞদের আমরা ছেঁটে ফেলছি। যাদের এখনো ব্রাজিলকে দেওয়ার মতো অনেক কিছু আছে, জাতীয় দলের দরজা তাদের জন্য খোলাই থাকছে।'

রিও ডি জেনিরোর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলের জাতীয় দল বিভাগের সমন্বয়ক রদ্রিগো কায়েতানো। নতুন এই যাত্রাকে সামনে রেখে তিনি বলেছেন, 'আমাদের কাজের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। সামনে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব আর কোপা আমেরিকার মতো বড় টুর্নামেন্ট। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় যেন দেশকে সেরা উপায়ে তুলে ধরা যায়, আমরা সেই পরিশ্রমই করব।'

সিবিএফের এই নতুন পরিকল্পনার মূলে রয়েছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় দলের ভিত শক্ত করতে এবার বয়সভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে মূল দলের যোগাযোগ ও কাজের সমন্বয় আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চলের দলীপ ট্রফি দলে অর্শদীপ, জায়গা হল না অভিষেক-প্রভশিমরনের, উপেক্ষিত গত বারের রঞ্জিজয়ী অধিনায়কও !

এখনও টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি অর্শদীপ সিংহের। দেশের হয়ে মূলত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলেন পঞ্জাবের বাঁ হাতি জোরে বোলার। তা-ও তাঁকে রাখা হল উত্তরাঞ্চলের দলীপ ট্রফির দলে। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের আর এক সদস্য অভিষেক শর্মার অবশ্য জায়গা হল না। রঞ্জি ট্রফিজয়ী জম্মু-কাশ্মীরের অধিনায়ক পরশ দোগরাকেও দলে রাখা হয়নি।

২৭ বছরের অর্শদীপ এখনও পর্যন্ত ২২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটেও নিয়মিত সুযোগ পান না পঞ্জাব দলে। অথচ দলীপ ট্রফির উত্তরাঞ্চল দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের কানহাইয়া ওয়াধাওয়ানের নেতৃত্বে ১৫ জনের যে দল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে রয়েছে অর্শদীপের নাম। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট সিরিজের দলে ছিলেন অর্শদীপ। যদিও খেলার সুযোগ পাননি। মনে করা হচ্ছে, অর্শদীপকে এ বার টেস্টে খেলানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সে কারণেই ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটের দলেও তাঁকে রাখা হয়েছে। হর্ষিত রানা, জসপ্রীত বুমরাহ, আকাশ দীপের চোট রয়েছে। টেস্ট দল বাছতে সমস্যায় পড়ছেন অজিত আগরকরেরা। সম্ভবত সে কারণে আরও বিকল্প তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরীক্ষিত অর্শদীপকে টেস্টের জন্য তৈরি রাখতেই দলীপে খেলানো হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্শদীপ দলীপের দলে থাকলেও জায়গা হয়নি অভিষেকের। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্যকে এখনও টেস্টের জন্য ভাবছেন না আগরকরেরা। জায়গা হয়নি আইপিএলে নজরকাড়া প্রভশিমরন সিংহেরও। ২০২৪ সালের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেননি অভিষেক। সামনের এক মাস ভারতের কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ নেই। তাই মনে করা হয়েছিল, অভিষেকও দলীপ খেলবেন। মূলত ভারতের হয়ে খেলার জন্যই গত দু'মরসুম রঞ্জি ট্রফি খেলতে পারেননি অভিষেক। ২৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১০৭১ রান রয়েছে অভিষেকের। একটি শতরান এবং পাঁচটি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর।

গত মরসুমে রঞ্জি ট্রফির পাঁচটি ম্যাচ খেলে ১৬৬ রান করেছিলেন প্রভশিমরন। ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দলে ছিলেন প্রভশিমরন। গত জিম্বাবোয়ে সফরেও ছিলেন শ্রেয়স আয়ারের দলে। যদিও এখনও তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি। তিনিও সুযোগ পাননি দলীপের দলে।

গত মরসুমের রঞ্জি অধিনায়ক দোগরাও জায়গা পাননি উত্তরাঞ্চলের দলীপ ট্রফি দলে। সম্ভবত বয়সের কারণে তাঁকে বিবেচনা করা হয়নি। ৪১ বছরের দোগরার ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। উত্তরাঞ্চলের নির্বাচকেরা এমন ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে চেয়েছেন, যাঁদের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই তালিকায় জায়গা হয়নি অভিষেক, প্রভশিমরনের।

উত্তরাঞ্চল দল: কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান (অধিনায়ক), আয়ুষ বাদোনি (সহ-অধিনায়ক), সনৎ সাঙ্গওয়ান, কামরান ইকবাল, যশ ঢুল, আয়ুষ দোসেজা, আবদুল সামাদ, নিশান্ত সিন্ধু, অর্জুন শর্মা, আবিদ মুস্তাক, অর্শদীপ সিংহ, সুনীল কুমার, অনশুল কম্বোজ, যুধবীর সিংহ, নিখিল কাশ্যপ।

বুমরাহের চোট নিয়ে লক্ষ্মণদের সঙ্গে বিবাদ আগরকরদের ! বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রের কাজকর্মে খুশি নন নির্বাচকেরা, নজরে ফিজিয়ো

জসপ্রীত বুমরাহ চোট পেয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেই বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রের (সিওই) সঙ্গে সংঘাত লেগেছে জাতীয় নির্বাচকদের। শোনা গিয়েছে, নির্বাচকেরা ধরে নিয়েছিলেন বুমরাহ সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবেন। তা না হওয়ায় মুখ পুড়েছে। তাতেই নজরে এসেছে সিওই-র কাজকর্ম। খুশি নন আগরকরেরা।সোমবার ভিভিএস লক্ষ্মণ-সহ সিওই-র শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকরের অনলাইন বৈঠক হয়। চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের চোট নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু উৎকর্ষ কেন্দ্রে সব রকম আধুনিক সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেন ক্রীড়াচিকিৎসকেরা সময়ে চোট সারাতে পারছেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।নীতীন পটেল চলে যাওয়ার পর বোর্ডের কোনও ক্রীড়াবিজ্ঞান প্রধান নেই। আপাতত কাজ সামলাচ্ছেন ধনঞ্জয় কৌশিক। তাঁর যোগ্যতা নিয়ে কারও মনে প্রশ্ন নেই। কিন্তু ক্রিকেটারদের রিহ্যাবের সময় বেঁধে দেওয়া এবং খেলার জন্য তৈরি হওয়ার আগে সমস্ত বিষয় মেনে চলা হচ্ছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে। হর্ষিত রানার ওজন বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে ফিট ঘোষণা করা হল? বাড়তি ওজনের কারণে আবার চোট পেয়েছেন হর্ষিত। তেমনই, দক্ষিণী রাজ্যের বিশেষজ্ঞ টি-টোয়েন্টি ব্যাটার ওজন বাড়িয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। সফরে যাওয়ার আগে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে আগে সিওই-তে গিয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হয়। তখন কেন তাঁর ওজন বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসেনি? ওয়াংশিটন সুন্দরের ফিটনেস নিয়েও অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। ক্রীড়াচিকিৎসকেরা কি ওয়াশিংটনের বার বার চোট পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন না? নীতীশ কুমার রেড্ডিকে সম্প্রতি বলের গতি বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সে কারণেই কি তিনি চোট পেয়েছেন?বোর্ডের এক সূত্র সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, "কোনও ক্রিকেটার খেলতে পারবে না, এটা বলে দেওয়া সহজ। কিন্তু ক্রিকেটারদের দ্রুত মাঠে ফেরানোর জন্য কি যথেষ্ট কাজ করছেন বোর্ডের চিকিৎসকেরা? এখন ওঁরা বলছেন সাই সুদর্শন রোজ নেটে ৭৫ মিনিট ব্যাট করছে এবং দ্রুত ফিট হওয়ার পথে। ওকেও যে শ্রীলঙ্কার সফরের ঠিক আগে আনফিট ঘোষণা করে দেওয়া হবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?"বোর্ডের ফিজিয়ো কমলেশ জৈনের ভূমিকাও নজরে রয়েছে। তিনি পাঁচ বছর দলের সঙ্গে থাকলেও চোট নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কাজ করতে পারছেন না। তাঁর ভূমিকা নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে পর্যালোচনা হতে পারে।ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ডে ভরাডুবি হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তারপর থেকেই বোর্ডের অন্দরে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। সূত্রের খবর, এক বছর আগেও বোর্ডের তরফে যতটা সহযোগিতা পেতেন গম্ভীর, এখন আর সেরকমটা হচ্ছে না। একইসঙ্গে বেশ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটাররা প্রশ্ন তুলেছেন গম্ভীরের কোচিং পদ্ধতি নিয়ে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তনী এবং বোর্ড সদস্যদের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সিনিয়র ক্রিকেটাররা, এমনটাই সূত্রের খবর।সূত্রের খবর, গম্ভীরের প্রতি সিনিয়র ক্রিকেটারদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির পর থেকেই। প্রথম টেস্ট জিতেও শেষ পর্যন্ত ৩-১ হারে ভারত, অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে। তারপর দেশে ফিরেই হারের যাবতীয় দায় দলের 'সুপারস্টার'দের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন গম্ভীর। একগুচ্ছ কঠোর নিয়মাবলি লাগু করেন, সুপারস্টার সংস্কৃতি দূর করার ডাক দেন। গম্ভীরের এহেন আচরণ পছন্দ না হওয়ার কারণেই বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নেন, এমনটাই মনে করেন অনেকে।যদিও সেসময়ে বিসিসিআইয়ের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন গম্ভীর। ভারতীয় দলের হেডকোচ হিসাবে মেয়াদের শুরু থেকেই নানা সুযোগ পেয়েছেন তিনি। খানিকটা নিয়ম বহির্ভূতভাবে সাপোর্ট স্টা আনা হয় তাঁর জন্য। তবে এতকিছু করেও সেভাবে লাভ হয়নি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠার রাস্তা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডের মতো দলের কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারত। একই ফল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও। জিম্বাবোয়ে সিরিজ জিতলেও গম্ভীরের বিপদ কেটেছে একথা বলা যায় না।এহেন পরিস্থিতিতে শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় দলের একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটার সরব হয়েছেন গম্ভীরের বিরুদ্ধে। ড্রেসিংরুমে তাঁর আচরণ, কোচিংয়ের ধরন-সমস্ত ইস্যু নিয়েই তাঁরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এবং সেটা করেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং বিসিসিআইয়ের কিছু সদস্যের কাছে। তবে এরপরেও গম্ভীরকে সুযোগ দেবে বোর্ড। আগামী ১৫ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া শ্রীলঙ্কা সিরিজটাই গম্ভীরের লিটমাস টেস্ট। ওই সিরিজের ফলাফলের উপর গম্ভীরের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে, এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

Page 3_5_7- JAGARAN11.pmd 1 05-08-2026, 01:16

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম একটি ঐতিহ্যবাহী পুজো কের পুজো: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ আগস্ট: ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম একটি ঐতিহ্যবাহী পুজো কের পুজো। এই পুজো উপলক্ষে আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি এবং সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি।
আজ আগরতলায় রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যবাহী কের পুজোয় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।
সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী পুজো কের পুজো। শৈশব থেকেই আমরা এই কের পুজোর ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে অবগত রয়েছি। ককবরক ভাষায় কেরের অর্থ হচ্ছে একটা গণ্ডি। অর্থাৎ এই গণ্ডির বাইরে কেউ যেতে পারবে না এবং গণ্ডির বাইরে থেকে কেউ ভেতরে যেতে পারবে না। এমনটাই ছিল রীতি। এই প্যালেস কম্পাউন্ডে ঐতিহ্যবাহী পুজো হয়। আগে সারা ত্রিপুরায় হতো। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে রাজবাড়ির ভেতরে নির্দিষ্ট ব্যারিকেডের মধ্যে এখন এই পুজোর আয়োজন করা হয়।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, কের মানেই বাস্তু পুজো। রাজন্য আমল থেকেই এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করা। যাতে কোন মহামারি, রোগব্যাধি, বন্যা, বিপর্যয় ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় - সেই উদ্দেশ্যে এই পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত বছরও আমরা এখানে এসেছি। এবারও আসলাম।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যেকোন পুজোই হোক, জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ মিলে উদযাপন করি আমরা। এরমধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় যে আমরা সবাই এক। আমাদের সরকার আসার পর জনজাতিদের পুজো কিংবা রাজন্য আমলের পুজোগুলিকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছি। এরআগে কিন্তু এমনটা দেখা যায় নি। গত বছরও সাড়ম্বরে আমরা এই পুজোর আয়োজন করেছি। এই ঐতিহ্যবাহী কের পুজো উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। আর আমরা সবাই মিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাবো। সবাই আমরা সুখে শান্তিতে থাকবো - এই প্রত্যাশা করি।
এই উপলক্ষে আয়োজিত কার্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা সহ জনজাতি অংশের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ড. ডি. ওয়াই. পাটিলের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের

আগরতলা, ৪ আগস্ট: ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রয়াত প্রাক্তন রাজ্যপাল ড. ডি. ওয়াই. পাটিলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার জারি করা এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, ড. পাটিলের প্রয়াণের খবর তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত ও স্তম্ভিত করেছে।
শোকবার্তায় মানিক সরকার উল্লেখ করেন, ড. ডি. ওয়াই. পাটিল শুধু ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপালই ছিলেন না, তিনি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির একজন আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং এ বিষয়ে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে পিছপা হননি।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় যাঁরা ড. পাটিলের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও রাজ্যের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা কখনও ভুলতে পারবেন না। তাঁর অবদান ত্রিপুরার মানুষের স্মৃতিতে দীর্ঘদিন অম্লান হয়ে থাকবে।
ড. ডি. ওয়াই. পাটিলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মানিক সরকার তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে তিনি প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন।

ধর্মনগরের শিব মন্দিরে ফের দুঃসাহসিক চুরি, ছয় মাসে ষষ্ঠবার ক্ষোভে ফুঁসছে শহরবাসী

ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে ক্রমবর্ধমান চুরির ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। এরই মধ্যে সোমবার গভীর রাতে শহরের শিববাড়ি রোডস্থিত একটি শিব মন্দিরে ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ছয় মাসের মধ্যে একই শিব মন্দিরে এটি ষষ্ঠবারের মতো চুরির ঘটনা। অভিযোগ, গভীর রাতে দুই থেকে তিনজন দুর্বৃত্ত মন্দিরের প্রধান ফটক ও স্টোররুমের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর আলমারি ও অন্যান্য সংরক্ষণস্থলের তালা ভেঙে তামা, কাঁসা ও পিতলের বিভিন্ন পূজাসামগ্রীসহ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যায়।
মঙ্গলবার সকালে প্রতিদিনের মতো মন্দিরে এসে পুরোহিত ও স্থানীয়রা তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। পরে ভেতরে প্রবেশ করে চুরির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদ্রাসা নিয়ে তসলিমার মন্তব্যের নিন্দা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (আইএএনএস): অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (এআইএমপিএলবি) মঙ্গলবার বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মাদ্রাসা সম্পর্কে করা মন্তব্যকে 'উসকানিমূলক, বিভ্রান্তিকর এবং তথ্যভিত্তিহীন' বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
এআইএমপিএলবি-এর মুখপাত্র এস.কিউ.আর. ইলিয়াস এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও সামাজিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপমান করা শুধু অন্যায়ই নয়, বরং দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক সম্প্রীতির জন্যও ক্ষতিকর।
তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই ধরনের উসকানিমূলক মন্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং ভারতে আশ্রয় নেওয়া বিদেশি নাগরিকদের দেশের অভ্যন্তরীণ ও ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
ইলিয়াসের দাবি, কোনও বিদেশি ব্যক্তির বিদ্বেষপ্রসূত রাজনীতির কারণে দেশের সাংবিধানিক ও সামাজিক কাঠামো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রের দায়িত্ব। তিনি অভিযোগ করেন, কলকাতায় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি) এবং ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) সম্পর্কে অত্যন্ত উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন।
বোর্ডের দাবি, একজন বিদেশি নাগরিকের এ ধরনের মন্তব্য ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের একটি 'দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচেষ্টা'। ইলিয়াস বলেন, ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি চরমপন্থা বা 'জিহাদি' তৈরি করেএমন অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং একটি ধর্মীয় ও শিক্ষাগত ঐতিহ্যকে পরিকল্পিতভাবে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টা।
তার মতে, এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ শুধু দেশের কোটি কোটি মুসলিমের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে না, বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করারও অপচেষ্টা। তিনি আরও বলেন, ভারতে আশ্রিত একজন বিদেশি নাগরিকের দেশের ধর্মীয়, সাংবিধানিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করা অত্যন্ত দুঃখজনক।
ইলিয়াস জোর দিয়ে বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আড়ালে কাউকে ঘৃণা ছড়ানো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অপমান করা বা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া যায় না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান, আইন অনুযায়ী এ ধরনের ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ওপর নজরদারি নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের উসকানিমূলক মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা নিতে।
বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের উল্লেখ করে ইলিয়াস বলেন, সেসব মন্তব্যও সমানভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং ভারতের ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তার বক্তব্য, এ ধরনের মন্তব্য দুই প্রতিবেশী দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিষয়টি নিয়েও ভারত সরকারের গুরুত্বসহকারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

অজানা রোগে বিপর্যস্ত রাবার বাগান, উৎপাদন কমে দুশ্চিন্তায় বামুটিয়ার চাষিরা

আগরতলা, ৪ আগস্ট: মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া এলাকার রাবার বাগানে অজানা রোগের প্রকোপে চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। গাছের পাতা লাল ও হলুদ হয়ে অসময়ে ঝরে পড়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে রাবার উৎপাদন। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার রাবার চাষিরা।
জলিলপুরসহ বামুটিয়ার বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে, আক্রান্ত রাবার গাছের চিকিৎসার জন্য রাবার বোর্ডের বিশেষজ্ঞরা এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। তবে চাষিদের অভিযোগ, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী যে ওষুধ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, তার দাম অত্যন্ত বেশি। পাশাপাশি লম্বা রাবার গাছের উপরে ওষুধ স্প্রে করাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।
এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন চাষি যৌথভাবে একটি স্প্রে মেশিন কিনে বাঁশের সাহায্যে গাছের উঁচু অংশে ওষুধ প্রয়োগের চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও পর্যাপ্ত কার্যকর নয় বলে তাঁদের দাবি।
এদিকে, এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।
রাবার চাষিদের দাবি, বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও তাঁদের এলাকায় সেই সুবিধা পৌঁছায়নি। দ্রুত ড্রোনের মাধ্যমে রাবার গাছে ওষুধ স্প্রে করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাবার বোর্ড ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। এখন দেখার বিষয়, রাবার চাষিদের এই সংকট মোকাবিলায় রাবার বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কত দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

ক্যান্সার আক্রান্ত কৃষকের জমিতে ধানের চারা রোপণ করে পাশে দাঁড়াল বিজেপি কৃষাণ মোর্চা

আগরতলা, ৫ আগস্ট: মানবিক উদ্যোগের নজির গড়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ীতে ক্যান্সার আক্রান্ত এক অসহায় কৃষকের পাশে দাঁড়াল ভারতীয় জনতা পার্টির কৃষাণ মোর্চা। মঙ্গলবার ৩৮ জোলাইবাড়ী মণ্ডলের অন্তর্গত ২৬ নম্বর বুথ এলাকায় ওই কৃষকের প্রায় দুই কানি জমিতে ধানের চারা রোপণ করেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।
জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় কৃষকটি শারীরিকভাবে এতটাই অসুস্থ যে, চলতি মরসুমে নিজের জমিতে চাষাবাদের কাজ করতে পারছিলেন না। বিষয়টি কৃষাণ মোর্চার নজরে আসার পর সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে নেতা-কর্মীরা একত্রিত হয়ে তাঁর জমিতে ধানের চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন করেন।
এই সেবামূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কৃষাণ মোর্চার সভাপতি সত্যব্রত সাহা, রাজ্য কৃষাণ মোর্চার সভাপতি সম্ভু মানিক, ৩৮ জোলাইবাড়ী মণ্ডল কৃষাণ মোর্চার সভাপতি জয়দেব দত্ত, ৩৮ জোলাইবাড়ী মণ্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত, বিজেপির দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাধারণ সম্পাদক নেপাল চন্দ্র দাস-সহ কৃষাণ মোর্চার অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। কর্মসূচি শেষে জেলা কৃষাণ মোর্চার সভাপতি সত্যব্রত সাহা বলেন, মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য। অতীতেও অসহায় কৃষকদের সহযোগিতা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমাজসেবামূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।
এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষাণ মোর্চা সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে। সংগঠনের নেতৃত্বও জানিয়েছে, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিপদগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের সহায়তায় আগামী দিনেও এ ধরনের মানবিক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান: বুধবার থেকে শুরু জেলা স্তরের প্রশিক্ষণ পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: নির্ধারিত কর্মসূচি হাতে নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমে জোর দিচ্ছে প্রদেশ বিজেপি। দলের উদ্যোগে শুরু হওয়া দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান-এর পরবর্তী পর্যায় হিসেবে বুধবার থেকে রাজ্যজুড়ে জেলা স্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হচ্ছে।
মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান দলের মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই রাজ্যের ৫৫টি মণ্ডলের প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। জেলা স্তরের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অবশিষ্ট পাঁচটি মণ্ডলের প্রশিক্ষণও শেষ করা হবে।
তিনি জানান, প্রদেশ বিজেপির ১০টি সাংগঠনিক জেলায় পর্যায়ক্রমে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৫ থেকে ৭ আগস্ট দক্ষিণ, গোমতী ও সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলায় প্রশিক্ষণ পর্ব আয়োজন করা হবে। ৮ থেকে ১০ আগস্ট সিপাহীজলা উত্তর, সদর গ্রামীণ ও সদর শহরাঞ্চল জেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। আর ১১ থেকে ১৩ আগস্ট ঊনকোটি, উত্তর, খোয়াই ও ধলাই জেলায় প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হবে।
সুব্রত চক্রবর্তী জানান, বুধবার গোমতী জেলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালক বাইক চালকের ধাক্কায় প্রাণ গেল প্রবীণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ আগস্ট: নাবালকদের বেপরোয়া বাইক চালানোকে কেন্দ্র করে ফের প্রাণহানির ঘটনা ঘটল রাজ্যে। মঙ্গলবার সকালে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন লালটিলা এলাকার হলদিছড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় নাবালক চালিত একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ৭৫ বছর বয়সী প্রবীণ স্বপন চৌধুরী। পরে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে হলদিছড়া স্কুলের কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বপন চৌধুরী। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা দুই নাবালকও আহত হয়।
খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত প্রবীণ ও দুই নাবালককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন রাজ্যপাল ডি ওয়াই পাটিলের প্রয়াণে রাজ্যপালের শোক

ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল ডি ওয়াই পাটিলের প্রয়াণে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন, ডি ওয়াই পাতিল একজন বিশিষ্ট জনসেবক হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি মর্যাদা, প্রজ্ঞা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের সাথে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর দায়িত্বকালে তিনি রাজ্যের কল্যাণ ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং তাঁর বিনয়, সৌজন্য ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।
রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু তাঁর শোকবার্তায় বলেছেন ডি ওয়াই পাটিলের প্রয়াণ জাতির জন্যে এবং যারা তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাদের সকলের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। জনসেবার প্রতি তাঁর আজীবন নিষ্ঠা এবং সংবিধানের আদর্শের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকার আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রয়াত প্রাক্তন রাজ্যপাল ডি ওয়াই পাটিলের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য এবং তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। পরম করুণাময়ের কাছে তিনি প্রয়াত ডি ওয়াই পাটিলের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার যাতে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য্য প্রদান করেন তা কামনা করেছেন।

তেলিয়ামুড়ায় টোটো-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ৩

তেলিয়ামুড়া, ৪ আগস্ট: তেলিয়ামুড়ায় পথ দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের সামনে হলদিছড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি টোটো ও একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কের পূজায় শুভেচ্ছা জানিয়ে ঐতিহ্য রক্ষার আহ্বান প্রদ্যোতের

আগরতলা, ৪ আগস্ট: কের পূজা উপলক্ষে রাজ্যবাসী, বিশেষ করে তিপ্রাসা সম্প্রদায়ের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ। একই সঙ্গে তিনি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।
এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রদ্যোৎ বলেন, 'সকলকে কের পূজার শুভেচ্ছা। এটি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের পরিচয়। আপনি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ কিংবা মুসলিমযে ধর্মেরই হোন না কেন, কের পূজা ধর্মের ঊর্ধ্বে। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক।
তিনি তিপ্রাসা সম্প্রদায়ের মানুষকে বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, নিজেদের রিগনাই, রিসা, ঐতিহ্যবাহী খাবার, সংস্কৃতি ও প্রথা গর্বের সঙ্গে ধরে রাখার আহ্বান জানান।
নিজের শারীরিক অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে প্রদ্যোৎ জানান, তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারছেন। এজন্য তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং মানুষের ভালোবাসা ও প্রার্থনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, আগামী দিনে তিনি মানুষের সহযোগিতা চাইবেন, কারণ তিনি এমন একটি বড় ও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চান, যা বর্তমান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে। বিশেষ করে যুব সমাজকে এই উদ্যোগে পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি।
প্রদ্যোৎ আরও জানান, ইতোমধ্যেই একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এমন একটি নতুন ব্যবস্থা তৈরির কাজ চলছে, যার মাধ্যমে প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে থেকেও সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। তাঁর মতে, ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধনই সমাজে বিভেদ কমাতে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
জীবনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে প্রদ্যোৎ বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উপলব্ধি করতে শেখে যে সবসময় নিজেরাই সঠিক নই। তাই সমাজে জ্ঞান, ভালোবাসা এবং ইতিবাচক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
শেষে তিনি আবারও সকলকে কের পূজার শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজ্যবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। পাশাপাশি আগামী দুই দিনের মধ্যেই তাঁর ঘোষিত বড় পদক্ষেপের ফলাফল রাজ্যবাসী দেখতে পাবেন বলেও ইঙ্গিত দেন।

বকেয়া সুবিধা ও নিয়োগের দাবিতে সরব ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

আগরতলা, ৪ আগস্ট: কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের দাবিতে সরব হয়েছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ফেডারেশন এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন। আজ আগরতলায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। একইসঙ্গে আগামী ৮ ও ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য প্রথম যৌথ সম্মেলনের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দুই ফেডারেশনের চেয়ারপার্সন বিপ্লব সাহা, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ফেডারেশনের সভাপতি ডেভিড দেববর্মা ও সাধারণ সম্পাদক তমাল দেবনাথ, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সভাপতি অন্বেষা দাস এবং সাধারণ সম্পাদক সৌভিক নাগ।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ৮ ও ৯ আগস্ট আগরতলার হোটেল সোনারতরী-তে বিকেল ৫টা থেকে দুই ফেডারেশনের প্রথম যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের উন্মুক্ত অধিবেশনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তমাল দেবনাথ জানান, কর্মীদের ন্যায্য অধিকার ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবি সনদ প্রকাশ করা হয়েছে। দাবিগুলি হলো, নবম যৌথ নোট ও দ্বাদশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় বকেয়া সকল আর্থিক ও অ-আর্থিক সুবিধা অবিলম্বে কার্যকর করা, স্পনসর ব্যাংকের সমপর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতা, বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূলক সুবিধা নিশ্চিত করা। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক আইনের বিধান অনুযায়ী স্পনসর ব্যাংক থেকে কর্মী ডেপুটেশন বন্ধ করে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখা, ব্যাংকের সব শূন্য অফিস সহায়ক পদে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করা, আর্থিক পরিষেবা বিভাগের নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বচ্ছ, ন্যায্য ও মানবিক বদলি নীতি প্রণয়ন ও অবিলম্বে কার্যকর করা।
ফেডারেশনের নেতারা বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাই তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলির প্রতি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করবে বলে তারা আশাবাদী। তাঁরা আরও জানান, গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং দাবি সনদে উল্লিখিত বিষয়গুলির বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষএমন প্রত্যাশাই দুই ফেডারেশনের।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিন্ময়া সেবা ট্রাস্ট ত্রিপুরা শাখার স্বামী মিত্রানন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট: চিন্ময়া মিশনের ৭৫ বছর পদার্পণ উপলক্ষে চিন্ময়া অমৃত যাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ২৫ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে চিন্ময়া অমৃত যাত্রার এই দলটি ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অভিযাত্রীদের দলের পক্ষ থেকে চিন্ময়া সেবা ট্রাস্ট ত্রিপুরা শাখার স্বামী মিত্রানন্দ এই চিন্ময়া অমৃত যাত্রার অভিজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন।
আজ সাক্ষাৎকারকালে এই চিন্ময়া অমৃত যাত্রায় ২৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারকালে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সমাজের ভালো কাজের জন্য স্বচ্ছতা ও সততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরা শুধুমাত্র বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পাতা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করি। শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করার দরকার।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে শিক্ষকের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি নগদ ও স্বর্ণালংকার লুট, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

উদয়পুর, ৫ আগস্ট: উদয়পুর শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ধারাবাহিক চুরির ঘটনার মাঝেই ফের এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবার জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে অল্প দূরত্বে অবস্থিত এক শিক্ষকের বাড়িতে চুরি করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি উদয়পুর পৌর পরিষদের মহাদেব দিঘীর পূর্ব পাড় এলাকায়।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির মালিক শিক্ষক বিপ্লব সাহা গত সোমবার বিকেলে পরিবার-সহ অমরপুরে তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে বেড়াতে যান। সেই সুযোগে গভীর রাতে চোরেরা বাড়ির মূল দরজার তালা ও হুক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর ঘরের দুটি গোদরেজ আলমারিসহ একাধিক আলমারি ভেঙে তছনছ চালায়।
চোরেরা নগদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা এবং আনুমানিক ৪ থেকে ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে বিপ্লব সাহার ভাই পার্থপ্রতিম সাহা বাড়িতে এসে চুরির বিষয়টি জানতে পেরে বিপ্লব সাহাকে খবর দেন। পরে তিনি বাড়িতে ফিরে রাধাকিশোরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগের ভিত্তিতে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পার্থপ্রতিম সাহার অভিযোগ, জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে মাত্র প্রায় ১০০ মিটার দূরে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রাধাকিশোরপুর থানা এলাকায় প্রায়ই বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার বা চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে।
ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরের এত কাছাকাছি বারবার চুরির ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, দ্রুত চোরচক্রকে গ্রেপ্তার করে এলাকায় পুলিশের টহল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক। বর্তমানে পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 05-08-2026, 01:10